لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৬তম বর্ষ ।। ১২শ সংখ্যা

২৭শে রজব, ১৪১৫ হিঃ ।। ১৭ই পৌষ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ ।। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ।। ভারত ৩ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ।।

নির্বাহী সম্পাদক : আলহাজ এ, টি, চৌধুরী Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury

সূচীপত্র

পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমুআর খুৎবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৯

পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও 'আমরা ঢাকাবাসী'
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ২০

শোলমাছিতে মোল্লা-মৌলবীদের দলিল-প্রমাণ পণ্ড
চারিত্রিক মানদণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড
আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক ২৪

ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ ও জেহাদের অস্বীকারকারী কে ?
অনুবাদ : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২৯

মুরতাদ-হত্যা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী
সংকলন ও অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ ৩৩

পত্র-পত্রিকা থেকে ৩৬

ছোটদের পাতা
পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৮

সংবাদ ৪০

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৪৩

সম্পাদকীয় ঃ ৪৯

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৬তম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ : ৩১শে ফাতাহ্, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ১৭ই পৌষ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আলে ইমরান-৩

১২০। শুন। তোমরা এমন লোক যে, তোমরা তো তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না; এবং তোমরা সকল কিতাবের (৪৬৪) উপর ঈমান রাখ। এবং যখন তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনি,' যখন তাহারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে অঙ্গুলী-সমূহের অগ্রভাগ দংশন করিতে থাকে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে (৪৬৫) মরিয়া যাও, নিশ্চয়, তোমাদের বক্ষদেশে নিহিত যাহা কিছু আছে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

১২১। যদি তোমাদের কোন মঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহা তাহাদিগকে দুঃখ দেয় এবং যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহাতে তাহারা আনন্দিত হয়। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহারা যাহা করে (৪৬৬) আল্লাহ নিশ্চয় উহার পরিবেষ্টনকারী। রুকূ-১১

৪৬৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলির সাথে মিলাইয়া পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'তোমরা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখ' বাক্যটির পরে 'অথচ তাহারা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখে না' এরূপ একটি বাক্য উহ্য রহিয়াছে।

৪৬৫। 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়া যাও' এই বাক্যটি ঐসব ইহুদীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহারা ইসলামকে ধ্বংস করিতে না পারিয়া শত্রুভাবশতঃ বিদ্বেষানলে পুড়িতেছে।

৪৬৬। তাহাদের (গ্রন্থ-ধারীদের) সকল ইসলাম-বিধ্বংসী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকেই ধ্বংস করিয়া দিবেন। অতএব, তাহাদের জন্য মুসলমানের ভয়ের কোন কারণ নাই। ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্রই আল্লাহ্‌তা'লা জ্ঞাত আছেন এবং তিনিই তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

১২২। এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট হইতে ভোর বেলা বাহির হইয়াছিলে, তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে (৪৬৭) মোতায়েন করিতেছিলে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১২৩। (স্মরণ কর) যখন তোমাদের মধ্যে (৪৬৮) দুই দল (এই অবস্থা দেখিয়া) ভীরুতা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের অভিভাবক ছিলেন। আর আল্লাহ্‌র উপরই মো'মেনগণকে ভরসা করা উচিত।

৪৬৭। এখানে 'উহুদের' যুদ্ধের কথা বলা হইতেছে। মক্কার কুরাইশগণ, বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছিবার জন্য, ৩০০০ অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। ইহা হিজরী তৃতীয় বৎসরের কথা। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) মাত্র ১০০০ লোক নিয়া, যাহার মধ্যে আবদুল্লা বিন উবাই নামক প্রসিদ্ধ মোনাফেকও ৩০০ লোক সহ শামিল ছিল, মদীনার বাহিরে শত্রুর মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হইলেন। ওহুদের ময়দানে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হইয়াছিল।

৪৬৮। এই দুইটি পার্টির একটি ছিল বনু সলিমা গোত্র এবং অপরটি ছিল বনু হারিস গোত্র। তাহারা যথাক্রমে খযরাজ ও আউস বংশীয় (বুখারী, কিতাবুল মাগাজি)। আয়াতটিতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভয়ে পলায়ন করে নাই। তবে, আবদুল্লাহ্‌র তিনশত লোক সরিয়া পড়ায়, মুসলমানদের ক্ষুদ্র সেনাদল আরও কমিয়া গেল। ইহাতে যুদ্ধে যোগদানে ইতস্ততঃ করিলেও, তাহারা যোগদান হইতে বিরত হয় নাই।

(৩-এর পাতার পর)

ইসলামী শিক্ষা। ইহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে বাস্তবায়িত না করা হবে ততক্ষণ এ পৃথিবীর অশান্তির অবসান ঘটবে না।

আজকের সমাজে পারিবারিক কলহ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধের কারণে বহু দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এর সমাধান করে না। খোদার রসূল (সাঃ) বলেন, তোমরা খোদার সকল সৃষ্ট জীবকে ভালবাসো! এদের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আজকের অভাব এভাবেই পূরণ হতে পারে। খোদাতা'লা বলেছেন, যদি তোমরা পরস্পরকে ভাই হিসেবে মনে করো তবেই তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান হবে। আজ ইসলাম সমগ্র পৃথিবীবাসীকে সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠতে পারে এক জান্নাত সদৃশ্য সমাজ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে খেলাফত প্রদানের মাধ্যমে খোদাতা'লা মুমেনদের চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমাদের সকলের দায়িত্ব আমরা যেন মানবতার মুক্তি ও মানবের দুঃখ ও কষ্ট লাঘবে তৎপর হই। পরস্পরের সকল মনোমালিন্যকে দূর করে ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সামনে তুলে ধরি। খোদা করুন আমরা সবাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফরমানকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করি। আমীন।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

উত্তম আচার-আচরণ

কুরআন ঃ

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ০
(الحجرات : ١١)

অর্থাৎ নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়। (আল-হুজুরাত ১১)

হাদীস ঃ

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله (بيهقى)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, সৃষ্টজীব খোদার পরিবার সুতরাং আল্লাহ্‌র নিকট সেই সৃষ্টজীবই প্রিয়তর যে তাঁর পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াতে করীমা ও হাদীসটিতে উত্তম আচার-আচরণ ও ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলছেন, সৃষ্টির মধ্যে প্রিয়তর সে-ই যে তাঁর মাখলূকের (সৃষ্টির) সাথে উত্তম ব্যবহার করে। সৃষ্টির সেরা জীব হল মানবজাতি। মানুষের হৃদয়ে পরস্পরের জন্যে মায়া মমতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি সবকিছুই খোদার ভালোবাসা লাভের উপকরণ। খোদাতা'লা মুমেন হবার যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা হলো এই যে, এ শ্রেণীর মানুষ প্রত্যেককেই নিজের ভাই মনে করে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার কারণে যে সকল কার্য করা হবে আল্লাহ্‌তা'লা ওগুলিকে তাঁর আশীষ বর্ষণের কারণ বলেছেন।

আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় অত্যাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করেছে। মানবতার এহেন অবমাননা ও বিলুপ্তি এর পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। আজকের মানুষ স্বার্থপর। একে অপরের জন্যে জিঘাংসা ও হিংসা-বিদ্বেষ লালন করে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব পৃথিবী থেকে যেন উঠে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মানবতার মুক্তির একমাত্র সনদ হলো

(অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

(১১ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

মোট কথা, যে সেলসেলায় আবদুল লতিফ শহীদ-এর ন্যায় সত্যবাদী ও ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি এই পথে প্রাণও কোরবানী করিয়া দিলেন এবং খোদার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া আমার সত্যায়ণ করিলেন, এইরূপ সেলসেলার উপর আপত্তি উত্থাপন করা কি তাক্ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) অন্তর্ভুক্ত ? এক মিথ্যাবাদী মানুষের জন্য এক সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ প্রেমের আবেগ কখন কি হইতে পারে ?

کس بہر کسے سر ندہد جان نفشاند — عشق است کہ ایں کار بصد صدق کناند
عشق است کہ در آتش سوزاں بنشاند — عشق است کہ بر خاک مذلت غلطاند
بے عشق دلے پاک شود من نپذیرم — است کزیں دام بیکدم برہاند

(অর্থঃ—কেহই কাহারো জন্য মাথা দিতে চাহে না, প্রাণ দিতেও বাধ্য হয় না ? কেবল প্রেমই অসম্ভব সরলতায় প্রেমিককে এইরূপ কাজে বাধ্য করে। প্রেমই প্রেমিককে জ্বলন্ত অগ্নিতে বসিতে বাধ্য করে। প্রেমিকই কর্দমাক্ত, পরিত্যক্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতে বাধ্য হয়। প্রেমবিহীন আত্মা কখনো পবিত্র হইবে—আমি তাহা কল্পনাও করি না। প্রেমই প্রেমিককে দুনিয়ার যাবতীয় প্রতিবন্ধক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারে—অনুবাদক)। সাহেব-যাদা মৌলবী আবদুল লতিফ শহীদ নিজের রক্ত দিয়া সত্যের সাক্ষ্য দিলেন।

الاستقامة فوق الكرامة (অর্থঃ—দৃঢ়চিত্ততা কেরামত দেখানোর চাইতেও মূল্যবান—অনুবাদক)। কিন্তু আজিকার অধিকাংশ আলেমদের এই রীতি যে, দুই টাকার বিনিময়ে তাহাদের ফতওয়া বদলাইয়া যায়। তাহারা খোদার ভয়ে নহে, বরং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু শহীদ আবদুল লতিফ মরহুম খোদার ঐ সত্যবাদী ও মুক্তাকী বান্দা ছিলেন, যিনি খোদার পথে না নিজের স্ত্রীর পরোয়া করিলেন, না সন্তান-সন্ততির পরোয়া করিলেন, না নিজের প্রিয় প্রাণের পরোয়া করিলেন। ইহারাই ন্যায়-নিষ্ঠ আলেম, যাহাদের কথা ও কর্ম অনুসরণের যোগ্য। ইনিই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোদার পথে নিজের সত্যবাদিতা প্রতিপন্ন করেন।

از بندگان نفس رہ آں یگاں مپرس — ہرجا کہ گرد خاست سوارے دراں بجو
آں کس کہ ہست از پئے آں یار بے قرار — روصحبتش گزیں وقرارے دروں بجو
براستا افتد زخود رفت بہر یار — چوں خاک باش ومرضی یارے دراں بجو
مرداں بتلخ کامی وحرقت بدور سند — حرقت گزیں وفتح حصارے دراں بجو
بر مسند غرور نشستن طریق نیست — ایں نفس دوں بسوز ونگارے دراں بجو

(অর্থ : খোদার বান্দার চলার পথ কোন্ দিকে, কুপ্রবৃত্তির দাসগণকে কোনও জিজ্ঞাসা করিও না। ঐ দেখ, ধূলা-বালি উড়িতেছে যেখানে, ঘোড় সওয়ারকে তালাশ কর সেইখানে। প্রাণ-বন্ধুর সঙ্গ-লাভের জন্য যে ব্যক্তি একান্ত অস্থির, যাও, চল তাহার সাথে। তাহারই সাথী হইয়া আত্মার প্রশান্তি অর্জন কর। প্রাণ-বন্ধুর অন্বেষণে যে ব্যক্তি আপন সত্তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে চলিয়াছে, যাও, তবে তাঁহারই আস্তানায় আত্মায় প্রশান্তি খোঁজ সেইখানে। যে বীর-পুরুষ জীবনের তিক্ততা ও কাঠিন্য অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছে অনেক দূর, যাও সেই কঠিন পথ ধরিয়া- তুমিও জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবে। আত্মাভিমানীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহার আসনে উপবিষ্ট হওয়ার উদ্যোগ বীর পুরুষের জন্য নীতিসঙ্গত নহে। খোদার বান্দা উর্ধ্বস্তরে খোদার পথে চলার রাস্তাই তালাশ করে— অনুবাদক)।

১৮। অষ্টাদশ নিদর্শন খোদাতা'লার এই কথা
و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین
(সূরা আল্ হাক্কা—আয়াত ৪৫-৪৭), অর্থাৎ যদি এই নবী কোন মিথ্যা কথা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিয়া তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম। যদিও এই আয়াত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহা সাধারণভাবে সকল নবীর জন্য প্রযোজ্য। যেমন সমগ্র কুরআন শরীফেও বাকধারা আছে যে, বাহ্যতঃ অধিকাংশ আদেশ-নিষেধের লক্ষ্যস্থল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইলেও এই সকল আদেশে অন্যরাও শরীক হইয়া থাকে, অথবা এই সকল আদেশ অন্যদের জন্যই হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ এই আয়াতের ولا تقل لھما اف ولا تنھرھما وقل لھما قولا کریما (সূরা বনী ইসরাঈল—আয়াত ২৪) কথা উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ নিজেদের পিতা-মাতার সহিত কটু কথা বলিও না এবং এইরূপ কথা বলিও না যাহাতে তাহাদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না থাকে। এই আয়াতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের প্রয়োগ উম্মতের প্রতি করা হইয়াছে। কেননা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পিতা ও মাতা তাঁহার শৈশবে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। এই আদেশের মধ্যে একটি রহস্যও আছে। তাহা এই যে, এই

আয়াত দ্বারা একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যেক্ষেত্রে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া জানান হইয়াছে যে, তুমি নিজ পিতা-মাতাকে সম্মান কর এবং সকল কথা-বার্তায় তাহাদের সম্মানজনক পদ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখ, সেক্ষেত্রে অন্যদেরকে নিজেদের পিতা-মাতার কতখানি সম্মান করা উচিত। এই বিষয়ের প্রতি অন্য একটি আয়াত ইঙ্গিত করিতেছে

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

(সূরা বনী ইসরাঈল—আয়াত ২৪)। অর্থাৎ তোমাদের প্রভু চাহেন যে, তোমরা কেবল তাহাদেরই ইবাদত কর এবং তাহাদের প্রতি এহসান কর। এই আয়াতে প্রতিমা পূজারী-দিগকে, যাহারা প্রতিমা পূজা করে, বুঝানো হইয়াছে যে, প্রতিমা কোন বস্তুই নহে এবং প্রতিমাদের তোমাদের উপর কোন এহসান নাই। ইহারা তোমাদিগকে জন্ম দেয় নাই এবং তোমাদের শৈশবে ইহারা তোমাদের অভিভাবকও ছিল না। যদি খোদা জায়েয রাখিতেন যে, ইহাদের সাথে অন্য কাহারো পূজা করা প্রয়োজন তবে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা পিতা-মাতারও পূজা কর। কেননা, তাহারাও রূপকভাবে রব (প্রতিপালক)। প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কি পশু-পাখীও নিজেদের সন্তানদেরকে উহাদের শৈশবে বিনষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করে। অতএব খোদার রবুবীয়্যতের পর তাহাদেরও একটি রবুবীয়ত আছে এবং রবুবীয়তের এই আবেগ খোদাতা'লার পক্ষ হইতেই আসে।

এই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পর আমি আসল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতেছি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যদি সে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করিত তাহা হইলে আমরা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিতাম—এই কথার অর্থ এই নহে যে, খোদাতা'লা কেবল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নিজের এই আত্মাভিমান প্রকাশ করেন যে, যদি তিনি মিথ্যা রচনা করিতেন তবে তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া দিতেন, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে খোদার এই আত্মাভিমান নাই এবং খোদা সম্পর্কে অন্যরা যে যত মিথ্যা রচনা করুক না কেন ও মিথ্যা ইলহাম বানাইয়া খোদার প্রতি আরোপ করুক না কেন, তাহাদের উপর খোদার আত্মাভিমান ভড়কাইয়া উঠে না। এই ধারণা একদিকে যেমন অযৌক্তিক তেমনি অন্যদিকে খোদার সকল কেতাবের পরিপন্থীও। আজ পর্যন্ত তৌরাতেও এই কথা মজুদ আছে, যে ব্যক্তি খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বানাইয়া বলিবে এবং নবুওয়তের মিথ্যা দাবী করিবে, তাহাকে ধ্বংস করা হইবে। এতদ্ব্যতীত শুরু হইতেই ইসলামের আলেমগণ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا (অর্থ:—যদি এই নবী কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত—অনুবাদক) আয়াতটি খৃষ্টান ও ইহুদীদের নিকট আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার জন্য দলিলরূপে পেশ করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য, যে পর্যন্ত কোন কথা সর্বব্যাপী না হয় তাহা দলিল রূপে গৃহীত হইতে পারে না। আশ্চর্য, ইহা কি দলিল হইতে পারে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু

আলায়হে ওয়া সাল্লাম যদি মিথ্যা রচনা করিলেন তাহা হইলে তাঁহাকে ধ্বংস করা হইত এবং তাঁহার সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু যদি অন্য কেহ মিথ্যা রচনা করে তবে খোদা অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাহাকে ভালবাসেন, তাহাকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চাইতেও অধিক বিরতি দেন এবং তাহাকে সাহায্য ও সমর্থন করেন। ইহার নাম দলিল রাখা উচিত নহে। বরং ইহাতো একটি দাবী, যাহা নিজেই দলিলের মুখাপেক্ষী। আফসোস, আমার শত্রুতার জন্য এই লোকদের অবস্থা কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, ইহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার নিদর্শনাবলীর উপরও হামলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা জানে যে, আমার এই ওহী ও ইলহামের কাল ২৫ (পঁচিশ) বৎসরে অধিক অতিবাহিত হইয়াছে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের যুগের চাইতেও অধিক। কেননা উহা ছিল ২৩ (তেইশ) বৎসর এবং ইহা ৩০ (ত্রিশ) বৎসরের কাছাকাছি। এখনো জানি না খোদাতা'লার জ্ঞানে আমার দাবী কালের সেলসেলা কবে পর্যন্ত জারী থাকিবে। এই জন্য মৌলবী বলিয়া কথিত এই সকল লোক এই কথা বলে যে, খোদা সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী ও মিথ্যা ইলহামের দাবীদার মিথ্যা রচনার শুরু হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্তও জীবিত থাকিতে পারে এবং খোদা তাহাকে সাহায্য ও সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু তাহারা ইহার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করে না। হে অবজ্ঞাকারী লোকেরা! মিথ্যা বলা শুই সাপ খাওয়ার সমান। খোদা আমার সহিত সহানুভূতি ও দয়ার আচরণ করিয়াছেন। এমন কি এই দীর্ঘ কালের * প্রতিটি দিন আমার জন্য উন্নতির দিন ছিল। আমাকে ধ্বংস করার জন্য রুজুকৃত প্রতিটি মোকদ্দমায় খোদা দুশমনদেরকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। যদি এই মেয়াদকালের এবং এই সাহায্য-সমর্থনের কোন দৃষ্টান্ত তোমাদের নিকট থাকে তবে তাহা পেশ কর নতুবা لو تقول علينا (অর্থ :—যদি এই নবী কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত—অনুবাদক) আয়াতের দরুন এই নিদর্শনও প্রমাণিত হইয়া গেল। তোমাদিগকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(১৯) উনিশতম নিদর্শন এই যে, ভাওয়ালপুরের পীর খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব আমার সত্যায়ণের জন্য একটি স্বপ্ন দেখেন। ইহার ভিত্তিতে খোদাতা'লা তাঁহার হৃদয়ে আমার ভালবাসা প্রোথিত করিয়া দেন। ইহার ভিত্তিতেই উক্ত খাজা সাহেবের 'মলফুযাত'

---

* টীকা :—ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদি আমার ইলহামের যুগকে এই তারিখ হইতে হিসাব করা হয় যখন বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম অংশ লেখা হইয়াছিল তবেতো এই বৎসর হইতে আমার ইলহামের যুগ ২৭ (সাতাশ) বৎসরের কাছাকাছি দাঁড়ায়। যদি বারাহীনে আহমদীয়ার চতুর্থ অংশ হইতে হিসাব করা হয় তবে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। যদি ঐ যুগ হিসাব করা হয় যখন প্রথম ইলহাম শুরু হইল তবে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর হয়।

(রচনাবলী) কেতাবে ইশারাতে ফরিদীতে তিনি আমার সত্যায়ণে বহু কিছু লেখেন। চিন্তা-শীলগণের এই রীতি যে, তাহারা বাহ্যিক ঝগড়ায় খুব কম পড়েন। খোদাতা'লার তরফ হইতে তাহারা স্বপ্ন, বা কাশ্‌ফ বা ইলহামের মাধ্যমে যাহা কিছু সংবাদ পাইতেন উহার উপর তাহারা ঈমান আনতেন। অতএব যেহেতু খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব পীর ও জ্ঞানী-গণের ন্যায় অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র ছিলেন, সেহেতু খোদা তাঁহার নিকট আমার সত্যতার যথার্থতা উন্মোচন করেন। মৌলবী গোলাম দস্তগীরের ন্যায় কয়েক জন মৌলবী খাজা সাহেবকে আমার অস্বীকারকারী বানানোর জন্য তাঁহার গ্রামে যায়। কেতাবে ইশারাতে ফরিদীতে খাজা সাহেব নিজেই এই ঘটনা বর্ণনা করেন। কয়েকজন গজনবীও উক্ত খাজা সাহেবকে চিঠি লেখেন। কিন্তু তিনি কাহারো পরোয়া করেন নাই এবং এই সকল কাঠ মোল্লাকে এইরূপ দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন যে, তাহারা নীরব হইয়া গেল। খোদাতা'লার ফযলে সত্যায়ণকারী হওয়া অবস্থায় তাঁহার শেষ পরিণতি ঘটিল। বস্তুতঃ তিনি আমাকে যে সকল চিঠি লেখেন ঐগুলি হইতেও বুঝা যায় খোদাতা'লা তাঁহার হৃদয়ে আমার ভালবাসা কতখানি প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীয় ফযলে আমার সম্পর্কে কতখানি তত্বজ্ঞান তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। খাজা সাহেব তাঁহার নিজ পুস্তক ইশারাতে ফরিদীতে বিরুদ্ধ-বাদীদের আক্রমণের অসংখ্য জবাব দেন। উদাহরণস্বরূপ, ইশারাতে ফরিদীর এক জায়গায় লেখেন, কোন এক ব্যক্তি উক্ত খাজা সাহেবের খেদমতে নিবেদন করেন যে, আথম মেয়াদের পরে মরিল। তিনি আমার নাম লইয়া বলেন, আমি ইহার কি পরোয়া করি। আমি জানি আথম তাঁহার ফুৎকারেই মারা গিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার মনোনিবেশ ও আধ্যাত্মিক উচ্চ শক্তিই আথমের পরিসমাপ্তি ঘটাইল *

---

* টীকা :—আমি বারবার লিখিয়াছি যে, আথম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উহা নিজ বিষয়বস্তু অনুযায়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যদি আথম ষাট-সত্তর জন লোকের সম্মুখে দাজ্জাল বলা হইতে বিরত না হইত তবে বলিতে পারিতে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আথম যখন বিরত হইয়া গিয়াছিল তখন সে শর্তের সুবিধা পাইবে—ইহাই জরুরী ছিল। বরং এতখানি বিরত হওয়া সত্ত্বেও, যাহা সে নিজের মান-সম্মানের কোন পরোয়া না করিয়াই খৃষ্টানদের সমাবেশেই বিরত হইল, যদি আথম পনর মাসের মধ্যে মরিয়া যাইত তবে খোদা'তালার ওয়াদার উপর আপত্তি উঠিত। তখন বলিতে পারিতে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু এখন বিরত হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি উত্থাপন করা ঐ সময় লোকের কাজ, যাহাদের ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। হাঁ, আথম যখন পনর মাস অতিবাহিত হওয়ার পর চোখের কাটা হইয়া গেল খোদা-তা'লার দয়ার শোকরগুযার রহিল না তখন অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার শেষ বিজ্ঞাপনের পনর মাসের মধ্যে মরিয়া গেল। যাহাহউক, তাহার মৃত্যু পনর মাস অতিক্রম করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করেন যে, আথম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উহা নেহায়েত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অস্বীকার করা হঠকারিতা।

(ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

[৫ই আগষ্ট, ১৯৯৪ তারিখে লণ্ডনের ফযল মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ]

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আল্লাহতা'লা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসত্বে সমগ্র বিশ্বকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র জন্যে বিজয় করার স্বার্থে দাঁড় করে দিয়েছেন।

তাশাহুহুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত ১০৩ থেকে ১০৬ আয়াত তেলাওয়াত করেন :

يايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقته ولا تموتن الا و انتم مسلمون ٥
و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم
اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم على شفا حفرة من النار
فانقذكم منها ط كذلك يبين الله لكم ايته لعلكم تهتدون ٥
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ط
و اولئك هم المفلحون ٥
ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينت ط و اولئك
لهم عذاب عظيم ٥

অর্থ : হে যারা ঈমান এনেছো। তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করো যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত আর তোমরা ততক্ষণ মৃত্যু বরণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।

এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরো আর তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না ; এবং স্মরণ করো তোমাদের ওপরে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি-সঞ্চার করলেন, আর তোমরা তাঁরই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। এবং তোমরা একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে কিন্তু তিনি তোমাদের উহা হতে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে তাঁর নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

আর তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামা'ত থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে ও অসঙ্গত কাজ থেকে নিষেধ করবে। প্রকৃতপক্ষে এরাই সফলকাম হবে।

আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরে দলে দলে বিভক্ত হয়েছিলো ও পরস্পর মতভেদ করেছিলো। এবং এদের জন্যেই মহা আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

আজকের দিনে বিভিন্ন দেশে যে ইজতেমাগুলো হচ্ছে বা কাল অথবা পরশু হতে যাচ্ছে এগুলোর ব্যাপারে কতগুলো এলান করতে চাই কেননা, এসব দেশ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, আমাদের সম্বন্ধেও যেন জুমুআয় উল্লেখ করা হয় আর এভাবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সূত্রে আমাদেরও দোয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আজ ৫ই আগষ্ট মালয়েশিয়ার বাৎসরিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, ৩ দিন পর্যন্ত চলে ৭ই আগষ্ট শেষ হবে। গিয়েনার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বাৎসরিক সম্মেলন ৭ই আগষ্ট রোজ রোববার অনুষ্ঠিত হবে। আজ ৫ই আগষ্ট জিলা গুজরাঁওয়ালার তিরগাড়ী হালকার মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার বাৎসরিক ইজতেমা হচ্ছে। কেনেডার সাগা ইষ্ট মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার একদিন ব্যাপী বাৎসরিক ইজতেমা কাল ৬ই আগষ্ট হতে যাচ্ছে। এভাবে মারঘামের খুদ্দামুল আহমদীয়ার বাৎসরিক ইজতেমাও কাল অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম কেনাডার মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার বাৎসরিক ইজতেমা কাল ৬ই আগষ্ট শুরু হতে যাচ্ছে এবং ৭ই আগষ্ট রোজ রোববার দিন এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহের ফলে আসাধারণ শান ও মর্যাদার জলসা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহের বারি বর্ষণ হতে দেখছি। কিন্তু এসব অনুগ্রহের ব্যাপারেও কখনও কখনও হঠাৎ এরূপ মনে হয় যেন অসাধারণ তীব্রতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর আশাতিরিক্তভাবে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহরাজি বর্ষণ হয়। জলসা সালানার সমাপ্তি অনুষ্ঠান যে অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এতে কোন মানবীয় প্রজ্ঞা ও কোন পরিকল্পনাকারীর কোন সামান্যতম হস্তক্ষেপও ছিলো না। লোকেরা পরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এ কী হয়ে গেলো। আমি বল্লাম, আমার তো মনে হলো যে, আচম্‌কা বারি ধারা বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেলো। যদিও আগে থেকেই বারি ধারা বর্ষিত হচ্ছিলো। কিন্তু কখনও কখনও বারি ধারায়ও এমন তীব্রতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, মনে হয় এখন থেকেই আসলে বারি ধারা বর্ষণ আরম্ভ হলো। আহমদীয়্যতের শত্রুদের খোদাতা'লা এ বিশ্ব-সম্মেলনে একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখাতে চেয়েছিলেন এবং বলতে চেয়েছিলেন যে, বর্তমানে একটিই 'উম্মতে ওয়াহেদা' (একক উম্মত) আছে প্রকৃতপক্ষে যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপিত হওয়ার অধিকার রাখে আর তা হলো জামা'তে আহমদীয়া। ইহা খেলাফতের মাধ্যমে একটি হাতে এমনভাবে একতাবদ্ধ হয়ে গেছে যে, একটি শরীরের বিভিন্ন অংশ হিসেবে সারা দুনিয়ার জামা'ত গঠিত হয়েছে। আর কীভাবে সারা দুনিয়া থেকে

স্বতস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাকুলতার সাথে ফোন আসতে থাকলো যে, আমাদের নাম বলুন। আমাদের নামও উল্লেখ করুন—আমাদের নামও উল্লেখ করুন। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রত্যেক দিক থেকে দুনিয়ার সকল অধিবাসী যারা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক রাখেন একটি বিশ্বের আকারে রূপ ধারণ করলো। রূপ তো ধারণ করলো কিন্তু একটি শান ও মর্যাদার সাথে খোদা এক সত্তার অংশ হিসেবে ইহাকে প্রতিভাত করলেন। ইহা এমন একটি অবস্থা ছিলো যার জন্যে 'নেশা' ব্যতিরেকে আমি আর কোন শব্দ পাচ্ছি না। আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ নেশার ঘোর জারী ছিলো। আমার মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আব্বু অবস্থাটা কী! আমি বল্লাম, আমি তো এখন বলতেও পারছি না যে, অবস্থাটা কী! সে-ও বল্লো, আমারও ঐ একই অবস্থা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা এত বেশী খুশী একটি দিনে একত্রিত করে দিলেন যে, এর পুরোপুরি বোধ-শক্তিও ছিলো না। এজন্যে আমি তো এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন পর্যায়ক্রমে এক একটি অংশকে উপলব্ধি করে সারা দিন এর স্বাদ গ্রহণ করবো। আর এ কথা বড়ই উত্তম ছিলো এবং আমার অন্তরকে খুবই নাড়া দিয়েছিলো। আমি ইহাই ভাবছিলাম। ইহাই একটি পদ্ধতি। যখন অনেক বেশী জিনিষ একত্র হয়ে যায় তখন মানুষ স্বস্তির সাথে পরে আস্বাদ গ্রহণ করে আর ইহা তো এমন দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং জলসার কথা বলতে কি ইহা সার্বিকভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সারা বছর স্বাদ গ্রহণ করার উপ-করণ একত্রীভূত করে গিয়েছে। আর আমি আশা রাখি যে, আগামী বছর ইনশাআল্লাহ্‌ এথেকেও অধিক স্বাদের উপকরণ সৃষ্টি হবে। কেননা, প্রত্যেক বারে যখন আমরা চেষ্টা করি যে, অনেক বেশী ভাল ভাল কথার সৃষ্টি হোক। এথেকে বেড়ে খোদাতা'লা আরও কিছু বিষয় দেখিয়ে দেন। ইহা বলার জন্যে যে, তোমাদের কেবল হাত লাগছে কিন্তু এ কাফেলার গতি আল্লাহ্‌তা'লা দিচ্ছেন আর তোমাদের হাত দ্বারা দিচ্ছেন যেন তোমরাও অনুভব করতে পারো যে, তোমাদেরও কিছু হিস্যা আছে।

আর আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহের সাথে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠায় যে মূল কথা বলা হয়েছে তা ভুলা উচিত নয় এবং তা হলো হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দোয়াগুলো ও তাঁর সাথে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। যদি আমরা এ সত্যকে ভুলে যাই এবং কেবল স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত হই তাহলে তো ঐ স্বাদ একেবারেই নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে যাবে। এ আস্বাদনের সাথে যে মৌলিক সত্য ও সত্যতার সম্বন্ধ এ উদ্দেশেই যেন স্বাদ গ্রহণ করা হয় তাহলে অন্য আরেক অবস্থাই সৃষ্টি হয়ে যায়। সেদিন কোথায় যখন চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আরবে যে এক শান ও মর্যাদাপূর্ণ মোজেযা প্রকাশিত হয়েছিলো অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একাকী ও নিঃসঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সারা দুনিয়ার ওপরে বিজয় লাভ করার জন্যে শুভসংবাদ দেয়া হয়েছিলো। ঐ সময়ে যখন

তিনি একাকী ও নিঃসঙ্গ ছিলেন এবং সমগ্র দুনিয়ার বিজয় লাভের উল্লেখ ঐ সময়ে বিস্ময়-কর মনে হয়ে থাকবে। ঐ সত্তা মক্কায়ও এমনভাবে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছিলেন—এমন নিবর্তনমূলক দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছিলেন যে, আরবের লোকেরা মনে করতো যে, যখন চাইবো একটি তুড়ি মেরে এ ব্যক্তিকে আমরা শেষ করে দিতে পারি। আর যদি নাও করতে পারতো তাহলে মনে করতো, আমরা হাতকে রুদ্ধ করে রাখছি। জাতীয় কিংবদন্তীর খাতিরে, গোত্রীয় সম্পর্কের খাতিরে, আরও কিছু কুসংস্কারের ভিত্তিতে যা বহু দিন থেকে লালিত হয়ে আসছিলো, তারা ইহাই মনে করতো যে, আমরা হাতকে রুদ্ধ করে রেখেছি। কিন্তু যখন হাত উঠানোর সিদ্ধান্ত হয়ে গেলো তখন দেখো খোদাতা'লা কীভাবে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তাদের সর্ব প্রকার ফাঁদ থেকে মুক্তি দিলেন। তাদের সর্ব প্রকার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিলেন। তাদের হাত তাঁর নিকট পৌঁছতে পৌঁছতে এমনভাবে নিষ্কর্ম হয়ে গেলো যেন পাথর হয়ে গেলো। ঐ সওর গুহার ঘটনা। সর্বকালের জন্যে একটি মোজেযার আকারে মানবেতিহাসের পাতায় চমকাতে থাকবে। আর এর কোন বুদ্ধিভিত্তিক কারণ মানুষের জ্ঞানে আসতে পারে না যে, ইহা কীভাবে সংঘটিত হলো। এবং যদি না হয়ে থাকতো ও ইতিহাসের অংশে পরিণত না হতো তাহলে দুনিয়ার মানুষ কখনও মানতো না যে, এরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব। অর্থাৎ মরুভূমিতে যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোন পালাবার জায়গা নেই, বালুকাময় প্রান্তর সুস্পষ্ট দৃশ্যমান, সেখানে যদি পদ-চিহ্ন একবার পড়ে যায় তাহলে ধূলি-ঝড় না হওয়া পর্যন্ত তা অক্ষত থাকে। কোন জিনিস ইহাকে মিটাতে পারে না। এমনই এক নীরব নিস্তব্ধ দিনে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মদীনার দিকে হিজরত করেন। আর একটি ছোট্ট পাহাড়ের ওপরে উঠে সওর গুহায় আশ্রয়ের অন্বেষণ করেন। বিখ্যাত অন্বেষণকারীরা তাঁর শত্রুদের সাথে পদাঙ্ক অনুসরণ করে করে ধেয়ে আসছিলো বরং পথ প্রদর্শন করছিলো এবং এমনিভাবে তারা বলছিলো যে, এ পাহাড়েই তিনি [হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)] উঠেছেন। তাই সবাই সেখানে উঠে গেলো। সেখানে একটি গুহা ব্যতিরেকে আর কোন পালাবার স্থান ছিলো না। তারা গুহার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা-বার্তা বলছিলো যে, নীচ থেকে তাদের পাগুলো দৃশ্যমান ছিলো আর এ সময়ের মধ্যে একটি মাকড়শা জাল তৈরী করে ফেল্ল এবং বলা হয়ে থাকে যে, কবুতর বা অন্য কোন পাখী সেখানে ডিম পারলো। ইহা ছোট্ট একটি ঘটনা। আর ঐ ঘর যাকে কুরআন করীম সর্বপ্রকার ঘরের মধ্যে সবচে' দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছে অর্থাৎ মাকড়শার জাল। ইহা দুনিয়ার সব ঘরের চেয়ে সবচে' শক্তিশালী ঘরে পরিণত হলো। যখন খোদাতা'লার ডাক আসলো তখন এই সবচে' দুর্বল ঘরকে ভেদ করে এর নীচে আশ্রয়প্রাপ্ত লোকের নিকট তাদের ক্ষতি সাধন করার জন্যে পৌঁছুতে শত্রুরা সক্ষম হলো না। ইহা একটি বড়ই মহান ঘটনায় পর্যবসিত হলো। এরূপ ব্যক্তির নিকট এমন

নাজুক মুহূর্তে খোদাতা'লা অঙ্গীকার করলেন আর কতক অঙ্গীকার এমন ছিলো যা দেখতে দেখতে তাঁর জীবদ্দশায়ই বড়ই শান ও মর্যাদার সাথে পূর্ণ হলো।

[খুতবার সময়ে এ 'সওর গুহা'র বদলে 'হেরা গুহা' হুযূর (আইঃ)-এর মুখ থেকে বের হয়েছিলো। এ সময়ে প্রাইভেট সেক্রেটারী চিরকুট লিখে হুযুর (আইঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হুযুর (আইঃ) বলেন]

"আমি 'হেরা গুহা' বলছিলাম। ইহা 'সওর গুহা'। হেরা গুহায় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইবাদত করতেন। সেখান থেকেই নবুওয়তের সূচনা হয়েছে। 'হেরা' শব্দটি আমার মনে এমনভাবে দাগ কেটেছে যে, ইতোপূর্বেও আমি এরকম করেছি। সওর গুহার কথা বলি তো আমার মুখে হেরা শব্দই বের হয়ে যেত কেননা, ইসলামের সূর্য হেরা গুহা থেকেই উদিত হয়েছিলেন এবং সওর গুহায় সাময়িকভাবে লুকিয়ে ছিলেন। এ রকম অদল বদলের উপরে আবরণ দিয়ে দিন; কিন্তু এ কারণ প্রথম বার নয় আগেও কয়েকবার হয়েছে। যখনই আমি সওর গুহার কথা বলবো এবং হেরা গুহার নাম নিবো এজন্যে তাড়াতাড়ি করে চিরকুট লিখে আমাকে বলে দিবেন"। এ ব্যাখ্যার পর হুযূর (আইঃ) খুতবার বিষয়-বস্তু জারী রেখে বলেন, যাই হোক সওর গুহার কথা হচ্ছিলো। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আশ্রয় নিয়েছিলেন আর ভবিষ্যতেও তাঁর জীবনে (অর্থাৎ ভবিষ্যত অর্থ এ সময় থেকে নিয়ে সামনে) সকল নাজুক অবস্থায় তাঁকে মহান প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো। এক সময় ছিলো উহা, যখন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন আর অবস্থা এতই নাজুক ছিলো যে, এরূপ আশঙ্কা ছিলো যে, যদি পরিখা খননের পূর্বেই শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে মদীনাবাসীদের প্রতিরক্ষার কোন অবস্থাই আর অবশিষ্ট থাকে না। সকল গোত্রের বিরাট শত্রুদলের সৈন্যরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলো ও নিকট থেকে নিকটে ধেয়ে আসছিলো। সাহাবাগণ দিন-রাত পরিশ্রম করে পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত ছিলেন; কিন্তু একটা সংকট সৃষ্টি হলো যে, একটি পাথর পরিখার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যদি পাথর না সরানো যায় তাহলে পরিখা আর সামনে এগুচ্ছে না। যখন সবচে' শক্তিশালী হাতও বিফল মনোরথ হয়ে গেলো এবং এ পাথর ভাঙ্গা গেল না তখন হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করা হলো যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখন আপনি এ পাথরের ওপরে আঘাত করুন। এ সময়ে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দুর্বলতার অবস্থা এরূপ ছিলো অর্থাৎ শারীরিক দুর্বলতা। কেননা, ক্ষুধার প্রকোপে ঐ সময়ে সাহাবা কেরাম (রাঃ) পেটে পাথর বেঁধে নিয়েছিলেন। কেউ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বল্লেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দেখুন, পেটে পাথর বাঁধা আছে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র পেটের কাপড় উন্মোচন করে দেখালেন যে, সেখানে দু'টো পাথর বাঁধা রয়েছে। অর্থাৎ সবচে' ক্ষুধার কষ্ট

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ছিলো। ঐ সময় তিনি (সাঃ) উহাকে সেই অস্ত্র দ্বারা আঘাত করলেন যাকে সম্ভবতঃ সুচালু কোদাল বলা হয়।

এতদ্বারা যখন পাথরের উপরে আঘাত করলেন উহা থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ বের হলে হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম **আল্লাহু আকবর** ধ্বনি দিলেন। পুনরায় আর একবার আঘাত করলে আবার স্ফুলিঙ্গ বের হলো। আবার আঘাত করলে আর একবার স্ফুলিঙ্গ বের হলো এবং পাথরটি দু'টি টুকরো হয়ে গেলো ও পরিখার জন্যে পথ করে দিলো। এ সময়ে সাহাবা কেরাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! যখন স্ফুলিঙ্গ বের হতো তখন আপনি 'নারা' (ধ্বনি) লাগাতেন কেন? তখন তিনি (সাঃ) বল্লেন, এ সময়ে খোদাতা'লা স্ফুলিঙ্গের শিখার মধ্যে কখনও ইয়ামেনের দুর্গ-সমূহের চাবি ধরিয়ে দিলেন কখনও আমি ঐ শিখার মধ্যে প্রাচ্য অর্থাৎ পারস্য বিজয় দেখতে পেলাম, কখনও পাশ্চাত্যের বিজয় দেখেছিলাম। তিনটি এমন শুভসংবাদ ছিলো যা ধারাবাহিকতার সাথে শব্দে শব্দে আমার মনে নেই এজন্যে আমি এ বর্ণনা থেকে নিবৃত্ত হলাম। কিন্তু মৌলিকভাবে কথা এই যে, এরূপ সঙ্গীন নাজুক অবস্থায় যখন প্রতিরক্ষার জন্যে ক্ষুধার্তগণ পরিখা খনন করছিলো আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তখন রোম, পারস্য ও ইয়ামেনের দুর্গগুলো জয়ের দৃশ্যাবলী দেখতে ছিলেন। এ রকম অবস্থায় যদি শত্রুরা তাঁকে 'পাগল' বলতো তাহলে তাদের জন্যে তখন এ ছাড়া আর কোন শব্দও ছিলোও না। এরকম কথা-বার্তা পাগলে বলেনি বলেছেন সবচে' সত্যবাদী ও সবচে' বিচক্ষণ মানুষ যিনি আল্লাহ্তা'লার ওপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন। অতএব তাদের অন্ধ চোখ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আসল মকাম তো দেখেনি কিন্তু যে ফতওয়া দিয়েছে উহা তাদের উভয়ের ব্যতিরেকে কারও ওপরে লাগতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যে মানুষ উচ্চ আওয়াজে দাবী করে এবং ইহা বলে যে, আমি রোম ও পারস্য বিজয়ের স্বপ্ন দেখছি বা উহার দৃশ্যাবলী আমাকে দেখানো হয়েছে অথবা উহাদের মহলের চাবিগুলো আমাকে দেয়া হচ্ছে এমন লোককে দুনিয়া হয়ত পাগল বলবে অথবা খোদার প্রিয়, মনোনীত, প্রেরিত রসূল, এমন নবী যার সাথে স্বয়ং খোদা স্নেহের সুরে কথা বলেন, যাকে স্বয়ং আকাশ থেকে শুভসংবাদসমূহ প্রদান করেন। এ দু'টি চরম মার্গের মাঝখানে কোন মার্গ নেই। সুতরাং তারা আর যাই হোক ঐ কথার সত্যায়ণ করেছে যে, ইহা অসম্ভব কথা। তাই তাকে পাগল বল্লেও প্রকৃতপক্ষে একটি অতি বড় সত্যের স্বীকারোক্তি এবং আগামী যুগেও কাজে আসার মত একটি সত্য স্বীকারোক্তি ছিলো। এরূপ অবস্থা ছিলো যে, দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভবই ছিলো। একজন পাগলের স্বপ্ন ছাড়া এসব কথার আর কোনই মর্যাদা ছিলো না। আর এর এক একটি কথা আল্লাহ্তা'লা এসব লোকের সমক্ষে তাঁর (সাঃ) জীবদ্দশায় পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

কতিপয় অঙ্গীকার এমন ছিলো যার সম্পর্ক ছিলো পরবর্তীতে আগমনকারীদের সাথে। ঐ যুগের সাথে সম্পর্কিত ছিলো, যে যুগে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসত্বে সমগ্র বিশ্বকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর জন্যে বিজয়ের লক্ষ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যেসব বিনীত দাসগণ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন আমরা তাদের চেয়েও অধম। তাঁদের থেকে অনেক দুর্বল, খোদার যেসব দুর্বল বান্দা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে তাঁর সাথী ছিলেন। কেন? তাঁদের শক্তির পরিমাপ অন্য প্রকার ছিলো আর তাঁরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে সরাসরি কল্যাণ লাভ করে শক্তিশালী হতেন। আমাদের মাঝে চৌদ্দটি শতাব্দীর ব্যবধান। আর এতদ্‌সত্ত্বেও হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের অনুগ্রহ যে, তিনিও দোয়া ও দরূদের কল্যাণে ঐ মর্যাদা লাভ করেছিলেন—ঐ কল্যাণ লাভ করেছিলেন যে, তাঁর প্রতিপালনের অধীনে, তাঁর পাখা ও ছায়ার নীচে লালিত পালিত এবং পরিপুষ্টি লাভকারী ঐ 'আখারীন' 'আওওয়ালীন' (প্রাথমিক কালের লোক)-দের সাথে যাদের ১৪শ' বছরের ব্যবধান ছিলো। খোদাতা'লা তাদেরকে পরস্পরের সাথে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কুরআনে এ শুভসংবাদ রেখে ছিলেন যে, 'আখারীন' এমন হবে যাদেরকে 'আওওয়ালীন'দের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে। ইহা একটি আশ্চর্যজনক যুগ। আমরা এ শুভসংবাদকে না কেবল আমাদের সত্তায় পূর্ণ হতে দেখছি বরং একটি এমন ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়ে গেছি যা ইতিহাস সৃষ্টিকারী ইতিহাসের ফল নয়। আমাদের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং ঐ ইতিহাস, আমরা যার ফল, উহা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব আগামীতে আমাদের মাধ্যমে যে ইতিহাস সৃষ্টি হবে উহা হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এরই ইতিহাস। মোট কথা, আমাদের মাধ্যমে ইতিহাসের একটি নব-যুগ শুরু হতে যাচ্ছে। ইহা ঐ মাহাত্ম্য যার প্রতি আমি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করেছিলাম। এ সত্যকে দৃষ্টি-পটে রেখে স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্খা যেন হয়। যদি আপনারা সর্বদা এ সত্যকে দৃষ্টি-পটে রাখেন তাহলে আপনাদের যতই সফলতা হোক ওসব সফলতা এমন সব সৌভাগ্যের দৃষ্টিতে আসবে আমরা যার অধিকারী ছিলাম না। উহা এমন মুকুট হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবে যা পূর্ববর্তীদের মাথায় বাঁধার যোগ্য ছিলো। উহা তাঁর (সাঃ) আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণে আমাদের ভাগ্যে এসেছে। ততক্ষণ আমরা প্রকৃতপক্ষে ওগুলোর যোগ্য নই যে, আমাদেরকে ঐসব সফলতা ও মুকুটগুলোর অধিকারী করে দেয়া হয়। ইহা ঐ সত্য যা আমি আমার সত্তায় সর্বদা অনুভব করি। এতে এক অনু পরিমাণও অতিশয়োক্তি নেই। আমি আমার সত্তা ও আমার মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত। জামাতে আহমদীয়ার যে আধ্যাত্মিক কল্যাণই জুটছে নিঃসন্দেহে এক অণু পরিমাণও সন্দেহ নেই, না ভবিষ্যতে

করবো যে, আওওয়ালীনদের দোয়াসমূহ ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসমূহের ফলেই আখারীনদের মধ্যে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে তা জারী হয়েছে। প্রত্যেকটি সফলতা তাঁদেরই আমাদের যে ঐ সব সফলতার মাধ্যম বানানো হয়েছে ইহা আমাদের সৌভাগ্য। অতএব সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং সীমার বাইরেও কৃতজ্ঞ দাসে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করুন। সীমার বাইরে কথাটা ভুল। সীমার বাইরে কথা বলা দ্বারা, আমি সম্ভবতঃ বুঝাতে চাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে যে ছোট ছোট সীমা রয়েছে এগুলোকে অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। এতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, নিজেদের সীমা ভেঙ্গে যায়। এতেও কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় হতে পারে না যদি এ অবস্থাকে এ সত্যতার সাথে, যেভাবে আমি বর্ণনা করছি, বুঝে শুনে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেন তখন আপনার স্বাদ অন্য রকম এক আস্বাদনে পরিণত হয়ে যাবে। ইহা তামাশায় পরিণত হয়ে থাকবে না। যদি এই সত্যকে অবহেলা করেন তাহলে আপনারা তামাশাকারীদের মধ্যে গণ্য হতে থাকবেন। আর এ ভয়ই আমার ছিলো যা আমাকে কয়েক দিন বিচলিত রেখেছে এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, জুমুআতে আমি জামাতকে খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দেবো যে, এমন সব ঘটনা যা প্রকাশিত হচ্ছে তা আগেও ছিলো এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। এর স্বাদকে তামাশার স্বাদে পরিবর্তিত হতে দিবেন না। অন্যথায় খুবই ক্ষতি ব্যবসায় করে ফেলবেন। যদি এই বাহ্যিক অস্থিরতা, এই শোরগোল এই টেলিফোনের কথা-বার্তা, বাহ্যিকভাবেই আপনাদের স্বাদ দিতে থাকে তাহলে জেনে রাখুন যে, এথেকে অধিক অস্থিরতা ও বিস্ময়কর আবেগসমূহের উঁচু নীচু বাজনা, ঐসব অযথা এবং ধ্বংসকারী গানসমূহের সাথেও সম্পর্ক যুক্ত দেখা যায়, যার কোন মূল্যই নেই, কোন মাহাত্ম্যই নেই। দুনিয়ার মহান আচার-আচরণে এর দূরবর্তী কোন সম্পর্কও নেই। আজকাল 'পপ মিউজিক' এর প্রচলন হয়েছে। দুনিয়াতে 'পপ সিঙ্গার'গণ বিখ্যাত হয়ে চলেছেন। এমন এমন 'পপ সিঙ্গার' আছে যাদের গানে এক এক সময়ে এক কোটি লোক বা এথেকেও অধিক দশ দশ লক্ষ তো তাদের উপস্থিতিতেই তাদের সুরে পাগল হয়ে থাকে। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি লোক ইহা দেখে থাকে এবং মাথা নাড়াতে থাকে আর মনে করে যে, তাদের আশ্চর্য রকমের আত্মিক সুখ লাভ হচ্ছে। আমরা তো আর এমন অগম্ভীর লোক হতে পারি না।

এই যে দৃশ্যাবলী ছিলো, ইহা ঐসব দৃশ্যের মোকাবেলায় যা আপনারা পপ সিঙ্গারদের সফলতার আকারে দেখছেন, দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখে না। তারা বলে, কয়েকটি টেলিফোন আসলো তাতে হলোটা কি? কিন্তু যেভাবে আমি আপনাদেরকে যে গভীরতার সাথে এ সত্যকে বুঝাবার চেষ্টা করছি উহা একটি আশ্চর্য দৃশ্যই ছিলো বটে। আর এমন দৃশ্য যা সমগ্র বিশ্বকে এক হাতে একত্রিত করেছে আর এখানেই থেমে থাকে নি

বরং এ সমগ্র বিশ্ব ঐ আওওয়ালীনদের বিশ্বের সাথে গিয়ে মিলে গেছে যা চৌদ্দশ' বছর পূর্বে দেখা গিয়েছিলো। দেখুন কতই না মাহাত্ম্য এ ঘটনার। ইহা একটি নতুন শান ও মর্যাদার সাথে প্রকাশিত হচ্ছে। এবং এ ঘটনা কেবল যুগেই বিস্তৃতি লাভ করে না— বর্তমান যুগেই বিস্তৃতি লাভ করে না বরং বিগত যুগগুলোতেও বিজড়িত হয়ে যায়। আর এ ধারা পুনরায় আগে বেড়ে চলে যায়। অতএব আমাদের সত্তা একটি আধ্যাত্মিক সত্তা এবং ইহার স্বাদগুলোও সর্বদা আধ্যাত্মিক থাকা উচিত ও আধ্যাত্মিক রাখার জন্যে চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন পড়বে নচেৎ কখনও কখনও এরূপ মহান সফলতাসমূহ যা আগামীতে আমাদের পদচুম্বন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে তা আমাদের আত্মাকে ধোকার মধ্যে ফেলে দেবে। আমাদের মস্তিষ্কে কিছু বক্রতা সৃষ্টি করে দেবে। এতদ্ব্যতিরেকে যে, খোদার সকাশে ঝুঁকে যান তা না হলে নিজের বাহাদুরীর ঐ সব ভুল বুঝাবুঝি মাথার মধ্যে গিয়ে স্থান করে নিবে এবং উহাকে পাগল করে দিবে। সুতরাং একথার ওপরে চিন্তা করুন এবং আপনার ঘরেও যখন এসব কথার আস্বাদনের উল্লেখ করেন তখন আল্লাহ্‌র উদ্ধৃতির মাধ্যমে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এবং নিজেদের বিনয়ের উদ্ধৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করুন। সর্বদা এ কথাটি মনে রাখা দরকার যে, আমরা অধিকারী ছিলাম না আল্লাহ্‌র আশ্চর্যজনক শান ও মর্যাদা যে, মহান অঙ্গীকারসমূহ আমাদের মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে এবং আমাদের যুগে পূর্ণ হচ্ছে। যদি এ বিনয়ের অবস্থা আপনারা সমুন্নত রাখতে সক্ষম হন তাহলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, 'তোমার বিনীত রাস্তাসমূহ তাঁর পসন্দ হয়েছে'। আর ইহা এমন প্রতিশ্রুতি যে, যা তাঁর সত্তার মধ্যে সদা পূর্ণ হতে থাকবে। এবং ইহাই একটি প্রকৃত বিনয়ের অবস্থা যা কৃত্রিম নয়, প্রকৃত। এতে কোন বাড়াবাড়ি নেই। ইহা প্রকৃত বিনয়। যদি এ বিনয়ের মাহাত্ম্যকে আপনারা চিনে নেন এবং অবহিত হয়ে যান যে, প্রকৃতই আমাদের অবস্থা ইহাই যে, আমাদের কোন অস্তিত্বই নেই তাহলে পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে, খোদাতা'লার অনুগ্রহ কীভাবে বেড়ে বেড়ে সর্বদা আসতে থাকবে এবং আমাদের কোন বুদ্ধিকে নিজের শক্তি, মাহাত্ম্য, মর্যাদা, প্রতাপ ও সৌন্দর্যের সাথে সাময়িকভাবে যেন অচেতন করে দিয়ে যাবে। কখনও কখনও যখন দিপ্তী অসাধারণভাবে বিকাশমান হয় তখন চক্ষুগুলো অচেতন ধাঁধাঁয় পড়ে যায়, যার ফলে আর অধিক দেখার শক্তিও থাকে না। কোন কোন সময় মাথা সাময়িকভাবে অসাধারণ প্রতাপ ও মর্যাদা প্রকাশে অচেতন হয়ে যায় অর্থাৎ ঐগুলোর মধ্যে আর অধিক শক্তি থাকে না যে, এ কথাকে সে বুঝতে পারে, ধরতে পারে, নিজের সামান্য প্রতিভা ইহাকে ধারণ করতে পারে।

অতএব এদিক থেকে আমি আশা রাখি বরং দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, জামা'তে আহমদীয়া ইনশাআল্লাহ্ নিজেদের নম্রতার হেফাযত করতে থাকবে। সেক্ষেত্রে খোদাতা'লা তাদের ওপরে অগণিত আশিস বর্ষণ করতে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে আমি বিশেষ করে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ঐক্যবদ্ধ থাকুন। আপনারা একটি ইজতেমার কেন্দ্র দেখছিলেন এবং ইজতেমাসমূহের যে দৃশ্যাবলী আপনাদের গোচরীভূত ছিলো কিন্তু এভাবে চোখের সামনে হতে থাকে নি। যখন চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে তখন আপনারা জানতে পেরেছেন যে, এক হাতে একটি কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কাকে বলে এবং কীরূপ মহান আধ্যাত্মিক স্বাদ এতে রয়েছে। এজন্যে আজ আমি যে আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি উহার এ বিষয়-বস্তুর সাথে সম্পর্ক রয়েছে যে, আপনারা আপনাদের ঐক্যবদ্ধতার হেফাযত করুন। একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, সংবদ্ধ থাকুন। এমন কোন কথা বলবেন না যা কোনভাবেই জামা'তের একই সত্তার মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু এর আগে আমি আরও দু'একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। যখন সারা দুনিয়া থেকে টেলিফোন আসতেছিলো তখন যেহেতু লাইনের স্বল্পতা ছিলো এজন্যে পরিপূর্ণভাবে ঐ লাইন জাম (সর্বক্ষণ ব্যস্ত) হয়ে গিয়েছিলো। জসওয়াল ভাইয়েরা বড়ই প্রজ্ঞার সাথে কাজ করছিলেন যে, দীর্ঘ কথা বলতেন না দ্রুত ফোন রেখে দিতেন এবং তারা বলেন যে, যখন রেখে দিতেন তখন ঘন্টি বাজতো অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে ঘন্টি বাজতে থাকতো। এর পরে আমি ফোনে এবং পত্রের মাধ্যমেও লোকদের বাণী পেয়েছিলাম আর তাদের অসহায় ও অক্ষম অবস্থা প্রকাশ করছে যে, কীভাবে আমরা ক্রমাগতভাবে ফোনের নিকট বসেছিলাম কিন্তু কোন লাভ হলো না। একজন আমাকে লিখেছেন যে, ইসলামাবাদে যে এক্সেচেঞ্জ আছে উহার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি বল্লেন, ইহা কী হচ্ছে? কেননা, প্রত্যেক স্থান থেকে আমার উপরে এত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যে, শীঘ্র লাইন দিয়ে দিন অথচ লাইন জাম হয়ে আছে কেউ ফোন উঠোচ্ছে না। আমার তো বুঝেই আসে না যে, হচ্ছেটা কী? তিনি বল্লেন, আচ্ছা তাদেরকে বলে দেবো। তিনি তাকে বুঝালেন যে, এ ঘটনা ঘটছে। এর পরে টেলিফোনের লোকও বিস্ময়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। ইহা আশ্চর্য ব্যাপার তো, সারা দুনিয়া থেকে এত ফোনের চাপ! কিন্তু আমি বলতে চাই যে, যেসব জামাতের সুযোগ লাভ হয়নি, যেসব বিশেষ ভালবাসার লোকদের সুযোগ লাভ হয় নি, আমি তাদের কতিপয় নাম পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। প্রথম নামতো রাবওয়ার নাযের 'আলা সাহেবের। তিনি বলেন, আমি আপনার নাম শুনছিলাম ও বিচলিত হচ্ছিলাম। মানুষ নিযুক্ত হয়েছিলো। তিনি ক্রমাগতভাবে বসেছিলেন কিন্তু কোন সুযোগ ঘটলো না। ফোন হতেই ছিলো না যদিও বা হচ্ছিলো 'এনগেজড্ টোন' পাওয়া যাচ্ছিলো। দ্বিতীয়তঃ রাবওয়া থেকে ইসলাহ ও ইরশাদ

সাহেবের নিকট থেকেও এই খবরই পাওয়া গেলো। আমাদের মংলা সাহেব, প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের নিকট থেকেও এই খবরই পাওয়া গেলো। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর সাহেবা হযরত উম্মে মতীনের নিকট থেকেও এভাবে বিচলিত হওয়ার খবর পাওয়া গেলো। জামাতে আহমদীয়া সিয়েরালিওন থেকেও এ রকম খবর পাওয়া গেলো যে, আমরা তো ক্রমাগতভাবে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আপনার নিকট পর্যন্ত কথা পৌঁছাতে পারি নি। জিয়াউল্লাহ্ মুবাশ্বের, রিজিওনাল সদর, টোকিও রিজিওন, জাপান এর উল্লেখ তো এসেই গিয়েছিলো ; কিন্তু তিনি বল্লেন, আমি আমার রিজিওনের পক্ষ থেকেও চেষ্টা করেছিলাম। জামাতে আহমদীয়া লীন ও বোরিমী সুলতানাত, ওমান এর পক্ষ থেকেও এরূপ কথা বলা হলো। সিন্ধের হায়দারাবাদ থেকে এবং ফযলে উমর হাসপাতালের এডমিনিশট্রেটর সাহেবের নিকট থেকে। সাইয়্যেদ সাজ্জাদ আহমদ ও সাইয়্যেদ তাহের আহমদ 'কোমাকি' জাপান থেকে আর আমার প্রিয় বোন আমাতুল বাসেতের পক্ষ থেকেও ফ্যাক্সে বিস্তারিত পাওয়া গেছে যে, বড়ই করুণ অবস্থা। আমরা ফোন করতে করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু কোন ফোন পাওয়া যায়নি। তাশখন্দের মুবাল্লেগ মনসুর আহমদ, নাসের আহমদ খান সাহেব, ফ্রান্স, সাইফুল হক সাহেব ও মালেক লতীফ খালেদ সাহেব, আওবার হাউজন, জার্মানী, জার্মান থেকে তো কয়েকটি ফোনই এসেছিলো কিন্তু এখানে কেবল একটি নামই লেখা আছে। মোহাম্মদ রাফে কুরায়েশী সাহেব, বেলজিয়াম, মালেক সাজ্জাদ আহমদ সাহেব ও ফারিহা আহমদ সাহেবা কেনাডা। আর কেনাডা থেকে মালেক লাল খান সাহেবের নাম তো ঐ সময়েই শুনিয়েছিলাম কিন্তু তার তরফ থেকে আমি ফ্যাক্স পেয়েছি যে, আপনি 'টেলিপ্যাথিক' যোগাযোগের মাধ্যমে আমার নাম হয়ত পেয়ে থাকবেন কেননা, আমার ফোন পাওয়া গেল না। তাই তার সাথে আমার 'টেলিপ্যাথি' চলছে। কয়েকবার এরকম হয়েছে, যখন জাপানে ছিলেন তখনও করতেন। আমার 'টেলিপ্যাথি' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। পুরোনো দিনের কথা বলছি। তাই ঐ সময়ে 'টেলিপ্যাথির' মাধ্যমে তাকে বিভিন্ন খবর পাঠানো হতো। তার পক্ষ থেকে পরে ফোন এসে 'কনফারমেশন' হয়ে যেতো যে, হ্যাঁ, আপনি অমুক সময়ে আমাকে মনে করেছিলেন। আমি বলতাম, হ্যাঁ করেছি। তাই এভাবে চলতো। সুতরাং তিনি মজা করে ঐ কথাই লিখেছেন যে, আমার ফোন তো আপনি পাননি। আপনি যে উল্লেখ করেছেন তা হয়ত 'টেলিপ্যাথিক' ফোনে পেয়ে থাকবেন। শেখ আলতাফুর রহমান, সুইডেন, জেড, এ, পুনতু সাহেব ইন্দোনেশিয়া, রফি, জেনারেল সেক্রেটারী সাহেব নিউইয়র্ক জামাত, রাশেদা কায়যী সাহেবা নর্থ কেরোলিনা থেকে। বাকীতো অনেকেই আছে আর আসতেও থাকবে। এখন আমাদের আর সুযোগ নেই এখানেই সমাপ্ত করছি। (চলবে)

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ইন্টার ন্যাশনাল আল ফযলের ৯-১৫ সেপ্টেম্বর '৯৪ সংখ্যার সৌজন্যে)

পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও 'আমরা ঢাকাবাসী'

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আল্লাহ্ সূরা আল মায়েদার ৪ নম্বর আয়াতে (এ আয়াতের অংশ বিশেষের বাংলা তরজমা দেয়া হলো)- ঘোষণা করেছেন :

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন রূপে মনোনীত করিলাম'।

উদ্ধৃত কথাগুলোর তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলা যায়, যারা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইসলামী আদর্শে জীবন গড়ার প্রয়াশ চালায় অর্থাৎ মোমেন হয়ে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ও নৈকট্য লাভ করতে চায় তাদের জন্য একমাত্র উপায় হলো কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। তারা ইসলামী শরীয়তের বাইরের কোন নিয়ম-নীতি, প্রথা-পদ্ধতিকে জীবন পরিচালনার উপায়-উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য কুরআনকে বুঝা ও ব্যাখ্যার জন্য হাদীসের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। তবে যদি কোন হাদীস কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থী হয় তা কখনও গ্রহণ করা যাবে না। কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে কার্যকর ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্য সুন্নতের আশ্রয় নেয়া আবশ্যক হয় এবং তা করা হতে বিরত থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না।

কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ্র বাইরে গেলে তা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ হিসেবে গণ্য করা যায় না বরং তা হবে অ-ইসলামিক। উল্লেখ্য যে, ইসলামকে কায়েম করার নামেও অ-ইসলামিক পথ ও পন্থা গ্রহণ করা বৈধ হতে পারে না। একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলে বুঝতে কঠিন হয় না যে, এরূপ করতে যাওয়ার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান নয়। তাই ইসলাম বহির্ভূত উপায়-উপকরণের উপর ইহাকে নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। অথচ যে কিতাবে (আল-কুরআনে) আল্লাহ্ ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন সেই কিতাব হুবহু সংরক্ষিত হয়ে চলেছে।

অন্যান্য ঐশী কিতাবের বেলায় দু'টো বিষয় গুরুত্বসহ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যেমন (১) এসব কিতাবের পরিপূর্ণতার দাবী নেই। তাই বর্তমান জামানায় (কুরআন নাযেল হওয়ার সময় থেকে) ঐসব কিতাব প্রকৃত ও পূর্ণ মোমেন হওয়ার সব উপায়-উপকরণ সরবরাহ করতে অপারগ। (২) ঐসব গ্রন্থের অনুসারীরা তাদের কিতাবে প্রচুর যোগ-বিয়োগ করেছে। কুরআনের হেফাযতের ভার স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়েছেন। তাই কারো পক্ষে এতে যোগ-বিয়োগ করা সম্ভব নয়। তবে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অজুহাতে কেউ

যদি অ-ইসলামিক উপায় উপকরণের আশ্রয় নেয় তবে তাও এক ধরনের অবাঞ্ছিত যোগ-বিয়োগের রূপ ধারণ করবে যাতে কখনও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতিফলন ঘটবে না। সুতরাং এ ধরনের পথ ও পন্থা ধরে যত বড় জনতা নিয়ে যত উচ্চস্বরেই চিৎকার করা হোক না কেন কুরআন প্রেরণকারী আল্লাহ্‌র কাছে ওসব গৃহীত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। তাই এ ধরনের পথ ধরা বোকামী, তেমনি যথাসত্বর তা ছেড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বস্তুতঃ একমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই 'সিরাতল মুস্তাকীম'। অন্য সব পথই মোমেনের নিকট বাতেল বলে গণ্য হবে।

ধর্মীয় অনুসারী ছাড়া বিভিন্ন মতবাদের লোক বিশেষতঃ রাজনীতিবিদরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসেল করার জন্য তাদের আবিষ্কৃত নানা নীতি-পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে থাকে। এসবের অনেকগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পরিবেশে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও লাভ করেছে। এসবকে ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করা যাবে কিনা তা প্রত্যেক ধর্মের স্বীকৃত গ্রন্থাদি এবং ধর্ম প্রবর্তক ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণের আচার আচরণের ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। যদি এসব উল্লেখিত কষ্টি পাথরের সাথে খাপ খায় তবে গ্রহণ আর পরিপন্থী হলে বর্জন করতে হবে। তা না করলে পরিণামে এমনও হতে পারে, দেখা যাবে যে, ধর্মের নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অবাঞ্ছিত নীতি-পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। তখন ওসব দূর করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। বস্তুতঃ অন্যান্য ধর্মের কথা বাদ দিলেও ইসলামের অবস্থা ঐরূপই দাঁড়িয়েছে বলে বোধ করি সত্যের অপলাপ হবে না।

ইদানিং বিশেষ করে গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা যাচ্ছে হরতাল, পদযাত্রা অবরোধ গণ-মিছিল, পতাকা-মিছিল, মশাল-মিছিল, লংমার্চ (মাওসেতুং কর্তৃক প্রবর্তিত) ইত্যাদিকে ইসলাম রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আন্দোলন করতে গিয়ে মিছিল ও মিটিংয়ে মারাত্মক ধরনের উত্তেজনাকর বক্তৃতা ও শ্লোগান দেয়া হয়। এমনকি এর হোতারা দেশের আইন-কানুন ভংগ করে কল্পিত প্রতিপক্ষের আস্তানা দখলের প্রকাশ্য হুমকি দিতেও কার্পণ্য করে না। নিজেদের এরূপ হীন উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ মাফিক কিনা তা পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। আমরা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে এসবের কোনই সংগতি খুঁজে পাচ্ছি না। নবী করীম (সাঃ) ও খলীফাগণ (রাঃ)-এর আচার-আচরণে এসবের কোনই সন্ধান মিলে না।

সম্প্রতি কোন একটি সংগঠন কল্পিত প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর কুশপুত্তলিকা দাহের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল (৩০শে অক্টোবর '৯৪ এর দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইনকিলাব দেখুন)। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই কিছুটা বিস্তারিত আলোচনায় যেতে হচ্ছে। অভিধানে দেখা যায় কুশ অর্থ এক প্রকার তৃণ। কুশপুত্তলিকা কুশ বা অন্য কিছু দ্বারা

নির্মিত মানবাকৃতি পুতুল, কুশে তৈরী মানুষের প্রতীক মূর্তি, নকল মূর্তি। কুশপুত্তলিকা দাহ করা সম্পর্কে বাংলা একাডেমীর বেংগলি-ইংলিশ অভিধানে (Bengali-English Dictionary) ইংরেজীতে দু'টো তাৎপর্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে তার বাংলা তরজমা দেয়া হলো যেমন (১) কোন মৃত ব্যক্তির কোন কারণে যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা যায় নি তার কুশ-পুত্তলিকা দাহ দ্বারা প্রতীক হিসেবে তা সমাপ্ত করা। (২) কোন জীবিত লোক যাকে অবাঞ্ছিত ও অনাবশ্যক বলে গণ্য করা হয় তার প্রতি বিরাগ ও অননুমোদন প্রকাশ করা বা তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করার উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একই কাজ মৃত ও জীবিতদের জন্য ভিন্ন তাৎপর্য বহন করছে। কুশ-পুত্তলিকা দাহ নিয়ে আরো কতকগুলো বিষয় বিচার বিবেচনা করে দেখার আছে। ইসলামে যে এ বিধান আছে তা আমাদের জানা নেই। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর খলীফা ও সাহাবাগণ (রাঃ) কুশপুত্তলিকা দাহের কোন উদাহরণ রেখে গেছেন এমনটি কেউ দেখাতে পারবেন কি? অথচ তখনকার পরিবেশে এ কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কুশপুত্তলিকা দাহ করার মাঝে পৌত্তলিকতার স্পষ্ট ছোঁয়া পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র তৌহীদে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের সাথে পৌত্তলিকতার ক্ষীণতম সম্পর্কও থাকতে পারে না। অথচ 'আমরা ঢাকাবাসী' নামে সংগঠনটি বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশে সে কু-কর্মটি করার জন্য জোর প্রচারে মেতে উঠেছিলো। এতে তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র দেয়া পূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম যে পূর্ণ নয় তা-ই প্রতিফলিত হলো। এভাবেই তারা ইসলামের খেদমত করছেন!

এ সংগঠনটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলে ছিলো, '২৫শে নভেম্বর শুক্রবার প্রেস ক্লাবের সম্মুখে মিথ্যা নবীর দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কুশপুত্তলিকা দাহের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।' (দৈনিক সংগ্রাম ৩০শে অক্টোবর '৯৪)। ২৫শে নভেম্বর তারা কুশপুত্তলিকা দাহ করেন নি। উদ্যোক্তারা ভেবে দেখবেন কি যে, তারা জনগণকে কথা দিয়ে কোন কারণ না দর্শিয়ে তা ভংগ করে নিজেরাই নিজেদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করার পরিণতিটা গভীরভাবে ভেবে দেখুন। নিজেদের সংশোধনের জন্য সর্বকরুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে সঠিক পথের জন্য আকুতি জানান, আমরা বিনয়ের সাথে আপনাদের কাছে এই অনুরোধ রাখছি। স্মরণীয় যে, মিথ্যার হুংকারে কখনও সত্যের আলো নিভে যায় না। এ ঐতিহাসিক সত্য ভুলে যাওয়া মোটেও কল্যাণকর নয়।

'আমরা ঢাকাবাসী' খুবই বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণামূলক নাম। ঢাকা শহরে বিভিন্ন ধর্ম, মত ও আস্তিক নাস্তিক মিলে প্রায় ৮০ লাখ লোক বাস করে। দু' চার শত বা হাজার লোকের এই ক্ষুদ্র সংগঠন শহরের মোট বাসিন্দাদের একটি নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। শান্তি, প্রেম-প্রীতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ধর্ম ইসলামের নামে এর কর্মসূচীতে আছে ধর্মান্ধতা ও চরম উগ্রতার

নিদারুণ বহিঃপ্রকাশ। সদস্যরা ছাড়া এর সাথে অন্যান্যরা দূরতম সম্পর্কও রাখেন না। কয়জনই বা ইহাকে চিনে জানে। যারা চিনে জানে তাদের অনেকেই দেশের জন্যে ক্ষতিকর কর্মসূচীর কারণে এটিকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। অথচ এই সংগঠনই 'আমরা ঢাকাবাসী' এই চমকপ্রদ নাম ধারণ করে রাজধানী শহরের সবারই প্রতিনিধিত্ব করার প্রতারণা চালাচ্ছে। অপরদিকে এই নামের তাৎপর্য খুবই সীমিত কেননা ঢাকাবাসী ছাড়া এতে অন্যদের কোন স্থান নেই। 'আমরা জগতবাসী' নামে কোন সংগঠন গজিয়ে ওঠলে 'আমরা ঢাকাবাসীর' চেয়ে হাজার গুণ বেশী মর্যাদাশালী হয়ে যাবে কি? না, তা কখনও নয়। 'আমরা ঢাকাবাসী' যেমন সংগঠনের নগণ্য সংখ্যক সদস্য ছাড়া ঢাকাবাসীদের মোটেও প্রতিনিধিত্ব করে না তেমনি 'আমরা জগতবাসীর' অবস্থাও একই দাঁড়াবে। ভেবে দেখার বিষয় হলো, যারা বিভ্রান্তিকর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন তারা কুশপুত্তলিকার বিভ্রান্তিতে আটকা পড়েছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ ধরনের অনেক সংগঠনই 'বিসমিল্লাহ্' লিখা ছাড়াই তাদের লিফলেট ও পোষ্টার ছড়াচ্ছেন।

এখানে কুরআন হতে দু'টো আয়াতাংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। (বাংলা তরজমা) যা অনুসরণ করলে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একই ধর্মের বিভিন্ন ফেরকা বা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা দেশের নাগরিক হিসাবে পূর্ণ শান্তি ও সৌহার্দ্যের মাঝে বসবাস করতে পারে। তাতে একদিকে ধর্মের সেবার পথ প্রশস্ত হবে, তেমনি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখা যাবে: ('এবং তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া [মা'বুদরূপে] ডাকে, নতুবা তাহারা শত্রুভাবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্‌কে গালি দিবে'। সূরা আল-আন্‌আমের ১০৯ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশ):

['এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না, এবং একে অপরকে অবজ্ঞা-সূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দুষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই 'যালেম'। (সূরা আল হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াতের শেষাংশ]।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করেছেন। প্রত্যেকেরই উচিত তাঁর দাবী নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখা। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার মাধ্যমে তাঁর দাবীর সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারেন। তাঁর জন্মস্থান কাদিয়ান নামক স্থানে। এ স্থানের বাসিন্দাদের (হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাইকে] কাদিয়ানী বলা যায়। তাঁকে মান্য করলে সবাই কাদিয়ানী হয়ে যায়— এ সত্য নয়। এ বিষয়টিও বিবেচনার দাবী রাখে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইর সাথী হউন। কুরআন আমাদের পাথেয় হোক দরদে দিলে এই কামনা করছি। আমীন।

শোলমাছিতে মোল্লা-মৌলবীদের দলিল-প্রমাণ পণ্ড চারিত্রিক মানদণ্ড খণ্ড-বিখণ্ড

আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

আহ্‌মদী ও অআহমদী অনেক ভাই-বোনেরাই শোলমাছিতে সংঘটিত বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক ঘটনাটির সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান ; তাই আসল ঘটনাটি বিস্তারিত লিখছি যেন বর্তমান ও ভবিষ্যত ভাই-বোনেরা ইহা হতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং সেখানে নির্যাতিত ও আহত ভাইদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখেন। ঢাকা নগরীর নিকটবর্তী বুড়ী গঙ্গা নদীর অপর তীরে অবস্থিত উত্তর বাহেরচর নামে একটি গ্রাম। ১৯৮৮ সন পর্যন্ত সেখানে আবিদ আলী মরহুমের পরিবার নিয়ে ছোট একটি আহমদীয়া মুসলিম জমা'ত ছিল। আহমদীয়াতের সত্যতার উপর সকল দলিল-প্রমাণ পূর্ণ হওয়ার পরও যারা নিরীহ আহমদীদের উপর যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে এবং অন্যায়ভাবে দোষারোপ করে যাচ্ছিল তাদিগকে সম্বোধন করে হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহের রাবে' আইয়াদাহুল্লাহুতা'লা বেনাসরেহিল আযীয যখন ১৯৮৮ সালে বিশ্বব্যাপী মুবাহালার আহ্বান জানালেন তখন উত্তর বাহের চরের মুনীর হুসেন নামে জনৈক ব্যক্তিও, যে তার এলাকার চোরদের হাত কেটে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি কুড়িয়েছিল, লিখিতভাবে সাক্ষীসহ মুবাহালা গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র কুদরত, মুবাহালা গ্রহণ করার কয়েক দিন পরই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, মুনীর হুসেন কিছুসংখ্যক এলাকাবাসী দ্বারা চরমভাবে আহত ও অপদস্থ হয়, এমনকি তাকে দাড়ি কামিয়ে হুলিয়া পরিবর্তন করে নিজ এলাকা পরিত্যাগ করতে হয়। এইরূপ উজ্জল নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পর সেখানে আরো পাঁচ ঘর আহমদীয়্যত গ্রহণ করে। ক্রমশঃ আশে পাশে সত্যের প্রচার হতে থাকে। এক সময় সেখানকার জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ গোলাম মোরশেদ সাহেব এবং মুয়াল্লিম মাহমুদ আহমদ আনসারী সাহেব আড়াই মাইল দূরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম শোলমাছির মেম্বর রুস্তম আলী সাহেবকে আহমদীয়্যত পেশ করেন। মেম্বর সাহেব বল্‌লেন, উভয় পক্ষের আলেমদের মাধ্যমে একটি দ্বিপক্ষীয় ধর্মীয় আলোচনা হোক এবং "হযরত ঈসা (আঃ) মারা গেছেন, না আকাশে জীবিত আছেন ; হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করেছেন, না করেন নি" এই দুটি বিষয়েই আলোচনা হবে। যদি আপনারা সত্য প্রমাণিত হন তাহলে অবশ্য সকলকেই সত্য গ্রহণ করতে হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে এ অঞ্চলে আপনারা আর কোন দিন আসবেন না। ডাঃ মোরশেদ সাহেব ঢাকা এসে জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে আলাপ করলেন। আমীর সাহেব তাকে বললেন, এরূপ

আলোচনা প্রায়ই গণ্ডগোলে পরিণত হয় এজন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ উভয় পক্ষের মধ্যে একজন বিজ্ঞ, সুযোগ্য ও নিরপেক্ষ বিচারক থাকতে হবে, যে সত্যমিথ্যার মধ্যে সঠিক ফয়সালা করতে পারবে। এরূপ ব্যবস্থা না থাকলে আলোচনায় যাওয়া উচিত নয়। আমিও ডাঃ সাহেবকে তাই বললাম। কিছু দিন পরে ২৩শে সেপটেম্বর '৯৪ কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র তরফ হতে উত্তর বাহেরচরে সেখানকার মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা ধার্য করা হয় এবং ইজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আমাকে ও জনাব মুহাম্মদ সাদেক দুর্গাপুরী সাহেবকে পাঠানো হয়। সেখানে ডাঃ গোলাম মুরশেদ সাহেব, প্রেসিডেন্ট আমাদিগকে বল্‌লেন যে, "আমি রোস্তম আলী মেম্বরের সাথে আলাপ করেছি। তিনি আমাকে নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এটা আমার অঞ্চল, এখানে আমার লোক বসবাস করে, কোন গণ্ডগোলের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি আরো জানালেন যে, আলোচনা মসজিদের বারান্দায় হবে।" প্রেসিডেন্ট অবশেষে বললেন যে, আগামীকাল ২৪শে সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার ৯ ঘটিকায় আলোচনা হবে এবং আমি কথা দিয়ে এসেছি।

জুমুআর নামাযের পর শোলমাছি থেকে আমাদের একজন ভাই সিরাজুল ইসলাম সাহেবের স্ত্রী এসে সংবাদ দিলেন যে, আগামী কালকের ধর্মীয় আলোচনায় গণ্ডগোলের কিছু কথাবার্তা শুনেছি। আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বল্‌লাম, আপনি কয়েক-জনকে নিয়ে শোলমাছি যান এবং আসল খবর নিয়ে আসেন। দ্বিতীয়তঃ মেম্বর সাহেবকে বলেন যে, মসজিদের বারান্দায় আলোচনা করবো না। আলোচনা করতে হলে হয় তো তিনি নিজ বাড়ীতে ঘরোয়া পরিবেশে ব্যবস্থা করবেন আর না হয় তিনি তাঁর মানুষ নিয়ে আমাদের এখানে বাহেরচর আঞ্জুমানে চলে আসেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব দুইজন মানুষ নিয়ে শোলমাছি মেম্বর সাহেবের সাথে আলোচনা করলেন এবং রাত বারোটায় ফিরলেন তখন আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরে প্রেসিডেন্ট সাহেব আমা-দিগকে জানান যে, গণ্ডগোলের কোন লক্ষণ আমরা লক্ষ্য করি নি। মেম্বর সাহেব পুনরায় আমাদিগকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি হবেন, এবং খোলা মনে বক্তব্য রাখবেন। আপনাদের কথা যুক্তি-যুক্ত হলে এবং মিল হলে ভাল, নচেৎ আপনারা আপনাদের পথে সসম্মানে ফিরে যাবেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদিগকে আরো বললেন, "আমিও আগের কথা অনুযায়ী কথা দিয়ে এসেছি।" এসব কথা শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, হাতে সময় অল্প, এরূপ অবস্থাকে তো এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম, দোয়া করলাম, এর পরও যখন সামনে বার বার একই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তখন আমাদিগকে আর পিছ পা হওয়া উচিত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যুদ্ধ কামনা

করো না কিন্তু যদি উহা তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তা হলে তোমরা পিছপা হবে না বরং বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করবে, হয় তো শহীদ আর না হয় তো গাযী হবে। আমাদের এই ধর্মীয় আলোচনাও বস্তুতঃ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, এখন মোকাবেলা করাই আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো ; কারণ একটি জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের কথা দেওয়া বস্তুতঃ সারা জামা'তের কথা দেয়া বুঝায়। এখন সারা জামা'তের মান-সম্মান এবং কথা দিয়ে পালন করার গুরুত্ব আমাদের সামনে ছিল। ইসলামী লস্করের নিয়মও তো এইরূপই ছিল যে, লস্করের একজন সাধারণ সৈনিক এমন কি কোন দাসও যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে ইসলামী লস্করের নাম করে কোন ওয়াদা করতো ; ইসলামী লস্করের সেনাপতিও যথাসম্ভব তা পূর্ণ করতো। চিন্তা করলাম, যদি আমরা এখন না যাই তাহলে মেম্বর সারা অঞ্চলে মাইকিং করে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দিবে যে, কাদিয়ানীরা মিথ্যুক ও প্রতারক। চিন্তা করলাম যে, ছোট বেলা থেকে আজ আনসার হয়ে এই অঙ্গীকারই করে এসেছি যে, ধর্ম ও জাতির কল্যাণের জন্য আমি আমার জান-মাল-ওয়াক্ত ও ইজ্জতকে কোরবান করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবো। ২৯শে অক্টোবর '১৯২ সালেও এইরূপ নাজুক ডাক এসেছিল এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ আমাদিগকে তাঁর পথে জান পেশ করার তৌফীক দান করেছিলেন। আজ আবারো সেইরূপ নাজুক ডাক আকাশে বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে শোলমাছির রণক্ষেত্রের দিকে রওনা হলাম। জনাব গোলাম মোরশেদ সাহেব (প্রেসিডেন্ট) আঃ মুঃ জাঃ বাহেরচর, জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, জেনারেল সেক্রেটারী মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ, মৌলবী মাহমুদ আনসারী সাহেব মুয়াল্লিম, জনাব পিয়ার আলী সরকার সাহেব, সামাদ মিঞা, রূপালী সাহেব এবং খাকসার এই সাতজন যোগদানকারী। প্রায় আড়াই মাইল ব্যবধান হেঁটে অতিক্রম করলাম। শোলমাছি পৌঁছে দেখি যে, মসজিদের বারান্দার পরিবর্তে ঠিক বাজারের মাঝখানে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, লাউড স্পীকার লাগানো হয়েছে মঞ্চ সাজানো হয়েছে। আগের দিন আশপাশের সারা অঞ্চলে মাইকিং করে সকল এলাকাবাসীকে আলোচনায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিলো। আমাদের পৌঁছার সময় প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ জলসাগাহে ও আশপাশে উপস্থিত ছিল, পর পর ঘোষণা হচ্ছিল যে, আহূত অতিথি আমাদের মাঝে এসে গেছেন, সকলেই কাজকর্ম ছেড়ে জলসাগাহে উপস্থিত হোন। মঞ্চে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বরিশার একজন আলেম মাওলানা আবদুল মালিক সাহেবকে সভাপতি হিসাবে চেয়ারে বসানো হয়েছে। মেম্বর সাহেব অভ্যর্থনাসুলভ সালাম কালামের পর আমাকে সভাপতি সাহেবের বাম পার্শ্বে চেয়ারে বসালেন, আমার বাম পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে মুয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ আনসারী সাহেব, প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং মোহাম্মদ সাদেক

দুর্গরামপুরী সাহেব চেয়ারে বসলেন। আমাদের বাকি তিন চার জন আহমদী ভাই জলসাগাহে এদিক সেদিক বসে পড়লেন। মঞ্চে আমরা চারজন কাদিয়ানী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলাম। হঠাৎ করে আমরা আমাদের পিছন থেকে খুবই উত্তপ্ত শ্লোগান শুনতে পেলাম যা এরূপ ছিল, "নারায়ে তকবীর—আল্লাহু আকবার, ইসলাম—জিন্দাবাদ, হকের জয়, হকের জয়" তাদের শ্লোগানের সাথে সাথে জলসাগাহ থেকেও বেশ উত্তপ্ত শ্লোগান শুরু হয়ে গেল। শ্লোগানের ষ্টাইল দেখে মন সাক্ষ্য দিল, এসব আজকের দিনে এক মহা ফিৎনা ও গণ্ডগোলের পূর্বাভাস। আমরা পিছনে তাকাইনি মনে মনে শুধু ইয়া হাফীযো ইহা আযীযো ইয়া রফীকো পড়তে ছিলাম যা ২৯শে অক্টোবর '৯২ পড়েছিলাম। দেখতে দেখতে আট নয় শ' গোলটুপীধারী মোল্লা-মৌলবীদের দ্বারা জলসাগাহ থই থই করতে লাগালো, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে টেবিলে বড় বড় হাদীসের পুস্তক স্তূপীকৃত হয়ে গেল। এসব মৌলবীরা ছিল ঢাকা নগরীর মোহাম্মদপুরস্থ সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত মাদ্রাসার ছাত্র এবং আশে পাশের লোক। তারা পরিকল্পিতভাবে হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জলসায় যোগদান করেছিল। তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আকরাম হুসেন ভুইয়া নামে জনৈক মাওলানা। তাকে সভাপতি সাহেবের ডান পার্শ্বে বসানো হল। তার ডান পার্শ্বে দশ বারোজন অন্যান্য মোল্লা-মৌলবী চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন। মাওলানা সাহেব যখন সভাপতির কাছে এসে পৌঁছলেন তখন ইসলামী তা'লীম অনুযায়ী আমি দাঁড়ালাম, সালাম বলে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালাম কিন্তু তিনি সালামের কোন উত্তর দিলেন না এবং মুসাফাহাও করলেন না বরং টেরা চোখে আমার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালেন, যে চোখ থেকে প্রকট রোষ ঝড়ছিল। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি বলে আনন্দিত ছিলাম। তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন নি বলে আল্লাহ্‌র দরবারে অপরাধী কারণ আল্লাহ্‌তা'লা উত্তমভাবে সালামের উত্তর দেয়ার হুকুম করেছেন (নিসা: ৮৭ আয়াত)। তার বসার পর পরই সভাপতি সাহেব তাঁকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি তাশাহুহুদ পড়ার পর বললেন, কাদিয়ানী জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ একজন ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী মানুষ ছিল যার অনুসারীরাও নিশ্চয় ভণ্ড ও মিথ্যুক। আমি ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। অতঃপর পাকিস্তানের জনৈক আহমদী বিদ্বেষীর উর্দুতে লেখা একটি পুস্তক থেকে পড়ে বঙ্গানুবাদ করে বল্‌লেন যে, মির্যা গোলাম আহমদ (আলায়হেস্‌ সালাতো ওয়াস্‌সালাম) তার এক কিতাবে লিখেছে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্মের ছয় মাস পরে তাঁর পিতা মারা যান এবং হুযুর (সা:) এতীম হয়ে পড়েন' শ্রোতা বন্ধুরা! আপনারা বলুন, এ কথা কি সত্য, না মিথ্যা? শ্রোতারা একযোগে উত্তর দিল, মিথ্যা, মিথ্যা। মৌলানা সাহেব আরো বললেন, মির্যা গোলাম আহমদ (আ:) তার একটি বইয়ে লিখেছে, 'নবী করীমের এগারজন পুত্র ছিল"। শ্রোতা বন্ধুরা! এ কথা কি সত্য? শ্রোতারা এক যোগে বললো, 'মিথ্যা মিথ্যা'। আমি তখন মেম্বর

সাহেবকে, যিনি আমাদের নিকটেই বসেছিলেন, বললাম, নির্ধারিত বিষয়ের বাহিরে মাওলানা সাহেব কথা বলছেন, আপনি তাকে নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে বলেন। মেম্বর সাহেব একটু সবুর করতে ও অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করলেন। এর মধ্যে মাওলানা সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়া সালামের প্রতি সেই পুস্তক থেকে আরো কতগুলি ঐ ধরনেরই ভিত্তীহীন দোষ আরোপ করে বসে পড়লেন। কুরআন হাদীসকে স্পর্শও করলেন না। তিনি প্রায় ১৫ মিনিট বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর সভাপতি সাহেব আমাকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানালেন। আমি তাশাহ্‌হুদ ও তা'আওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর সূরা ইবরাহীমের ২৫ হতে ২৮ পর্যন্ত এই ৪টি আয়াত আয়াত তেলাওয়াত করলাম এবং তৎসঙ্গে অনুবাদ করলাম :

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء ٥
تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ٥
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ٥
يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله
الظلمين ويفعل الله مايشاء ٥

আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন, তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, কিরূপে আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কলেমাকে এমন পবিত্র বৃক্ষ সদৃশ বলে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যার শিকড় পাতাল পর্যন্ত পেঁৗছে গেছে এবং যার শাখা এবং প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। যে বৃক্ষ তার রবের হুকুম অনুযায়ী প্রত্যেক মৌসুমে ফল দান করে। এইরূপে আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যেন তারা নসীহত গ্রহণ করে। আর অপবিত্র কলেমাকে এমন অপবিত্র বৃক্ষ সদৃশ বলে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, যাকে ভূপৃষ্ঠ হতে উপড়িয়ে ফেলে দেয়া হয়, যাকে কোন স্থায়িত্ব দান করা হয় না। আল্লাহ্‌ মোমেনদিগকে ইহ জীবনেও সুদৃঢ় কথা দ্বারা স্থায়িত্ব দান করেন এবং পর জীবনেও দান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ যালেমদিগকেই পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ্‌ যা চান তাই করেন।

কুরআনের আয়াতগুলির অনুবাদ করার পর আমি যে বক্তব্য রেখেছি তার সার মর্ম এই : জনাব সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, অন্যান্য ভাইসব যারা উপস্থিত আছেন এবং ঐ সকল ভাই-বোন যারা দূরে আছেন এবং আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, সকলকেই আমি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সালাম, শুভেচ্ছা ও প্রীতি। আমার বক্তব্য রাখার আগে আমি সংক্ষেপে মাওলানা সাহেবের বক্তব্য সম্বন্ধে দু'টি কথা বলবো। নবী করীম (সা:)-এর পিতার মৃত্যুর বিষয়টি এবং হুযুর (সা:)-এর পুত্রগণের সংখ্যার বিষয়টি এমন ঐতিহাসিক তথ্য যা সাধারণ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্ররাও জানে। এ সম্পর্কে মতভেদ করার কিছুই নেই। মাওলানা সাহেব যদি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের পুস্তক থেকে দেখিয়ে দেন তা হলে আমরা স্বীকার করে নিব যে, এটা ভুল। ভুল স্বীকার করা ভদ্রতার লক্ষণ। আর যদি মির্যা সাহেব অপরাপর পুস্তকে ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী ই সঠিক তথ্য লিখে থাকেন, তা হলে এইটা শুদ্ধ বলে স্বীকার করতে হবে এবং ভুলটা ভুল বলে স্বীকার করতে হবে। এখন মাওলানা সাহেবের বক্তব্য মির্যা সাহেবের পুস্তক থেকে দেখিয়ে দেয়া মাওলানা সাহেবের দায়িত্ব। এবার আসি আমার বক্তব্যের দিকে। (চলবে)

ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ ও জেহাদের অস্বীকারকারী কে ?

(তাত্ত্বিকতার আলোকে)

মূল—মোকার্‌রম মাওলানা আতাউল্লাহ্ কলীম,
মিশনারী ইনচার্জ, জার্মানী
অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

তৃতীয় কিস্তি

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আলায়হেস্ সালাম জেহাদের প্রসঙ্গে যা কিছু লিখেছেন তা কেবল ইহাই ছিলো যে, তাঁর যুগে জেহাদের শর্তসমূহ হিন্দুস্থানের মাটিতে পূর্ণ হয়নি তাই এ ফতোয়াই দিয়েছিলেন যে, বর্তমান সময়ে তরবারীর জেহাদ জায়েয নয়। সুতরাং তিনি লিখেন—

ان وجوہ الجہاد معدومۃ فی ھذا الزمن وھذا البلاد

অর্থাৎ এ যুগে এদেশে জেহাদের কারণসমূহ পাওয়া যায় না" (টিকা : তোহ্‌ফা গোলড়াবিয়া, পৃষ্ঠা-৩০)

(২) ইসলামের প্রাথমিককালে প্রতিরোধযুদ্ধ এবং তরবারীর যুদ্ধগুলো এজন্যে প্রয়োজন পড়েছিলো যে, ইসলামের দিকে আহ্বানকারীগণের জবাব দলীল-প্রমাণ দ্বারা না দিয়ে বরং তরবারী দ্বারা দেয়া হতো। তাই বাধ্য হয়ে জবাবের খাতিরে তরবারী দ্বারা কাজ নিতে হতো। কিন্তু এখন তরবারীর দ্বারা জবাব দেয়া হয় না বরং কলম ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ উত্থাপন করা হয়। কারণ ইহাই যে, এই যুগে আমি খোদাতা'লার নিকট চেয়েছিলাম যে, অসির কাজ যেন মসী দ্বারা সাধন করা যায় এবং লেখা দ্বারা মোকাবেলা করে বিরুদ্ধবাদীদেরকে জব্দ করা যায়। এজন্যে এখন কারও জন্যে ইহা অনুমোদিত নয় যে, কলমের জবাব তরবারী দ্বারা দিতে চেষ্টা করে"।

در حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

যদি পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখ তবে বেদীনে পরিণত হবে"

(মলফুযাত : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

(৩) "এযুগে জেহাদ আধ্যাত্মিকতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর এ যুগের জেহাদ ইহাই যেন ইসলামের কলেমাকে উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়। বিরুদ্ধবাদীগণের আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা হয়। সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্যাবলী দুনিয়ায় বিস্তৃতি দান করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতা'লা দুনিয়াতে অন্য কোন প্রকারের জেহাদ প্রকাশ করে না দেন ততক্ষণ ইহাই জেহাদ"।

(কাদিয়ানের আল্ বদর পত্রিকা : ১৪ই আগষ্ট, ১৯০২ সন)

যেখানে হযরত মির্যা সাহেব তরবারীর জেহাদকে শর্তাবলী পূর্ণ না হওয়ার কারণে বিভিন্ন ওলামা ও গবেষকগণের মত নাজায়েয নির্ধারণ করেছেন সেখানে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক পরিপূর্ণ জেহাদ হযরত মির্যা সাহেব খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে জারী রেখেছেন এবং এতে তিনি কতটা সফলতা লাভ করেছেন তা পর্যালোচকদের দৃষ্টিতে অবলোকন করুন :

(১) মাওলানা নূর মোহাম্মদ সাহেব নকশ্বন্দী বলেন—"এ যুগেই পাদ্রী লেফ্রাই পাদ্রীদের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে এবং ইংল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে স্বল্প সময়ে সারাটা হিন্দুস্থানকে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী বানিয়ে ফেলবেন এ শপথ নিয়ে রওয়ানা হলেন। ইংল্যাণ্ডের খৃষ্টানগণের নিকট থেকে মোটা অংকের সাহায্য এবং আগামীতে আরও ধারাবাহিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে তিনি বড়ই নর্তন কুর্দন শুরু করে দিলেন। ইসলামের জীবন ব্যবস্থা ও আদেশ-নিষেধের ওপরে তাদের যে আক্রমণ হলো তা তো বিফলতায় পর্যবসিত হলো ... ...কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা নিয়ে এবং অন্যান্য নবীগণের মাটিতে দাফন হওয়া নিয়ে জনসাধারণ্যে যে আক্রমণ করলো তাতে তাদের ধারণায় তারা সফলতা লাভ করলো। তখন মৌলভী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি লেফ্রাই ও তার দলবলকে বল্লেন, তোমরা যে ঈসার নাম নাও তিনি অন্যান্য মানুষের মত মারা গিয়ে কবরে দাফন হয়েছেন আর যে ঈসার আসার খবর আছে তিনি আমিই। যদি তোমরা সৌভাগ্যশালী হও তাহলে আমাকে গ্রহণ করো। এ পদ্ধতি দ্বারা তিনি লেফ্রাইকে এমনভাবে নাজেহাল করলেন যে, তাঁর হাত থেকে তার (লেফ্রাই-এর) রক্ষা পাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আর এ পদ্ধতিতে তিনি হিন্দুস্থান থেকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত পাদ্রীদেরকে পরাস্ত করেন।" (ভূমিকা : মো'জেযনুমা কালাম, কুরআন শরীফ, আস্‌সহীহুল মাতাবে', ছাপা-১৯৩৪)

(২) "মাওলানা আবুল কালাম আযাদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী আলায়হেস্‌ সালামের ইন্তেকালের পরে 'উকিল' পত্রিকায় তাঁর ধর্মীয় সেবার ওপরে শান ও মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেন :

"......মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের মৃত্যু এমনতর নয় যে, এথেকে কিছু শিক্ষা লাভ না করা হয় এবং মিটিয়ে দেবার জন্যে উহাকে যুগের প্রসারতার ওপরে ছেড়ে দিয়ে ধৈর্যধারণ করা হয়। এরূপ লোক যার দ্বারা ধর্মীয় ও জ্ঞানের জগতে বিপ্লব সৃষ্টি হয় এমন লোক প্রত্যেক দিন দুনিয়াতে আবির্ভূত হয় না। ইতিহাসের এই গৌরবান্বিত ব্যক্তিত্ব খুব কমই সাধারণ দৃষ্টিসীমায় আসেন আর যখন আসেন তখন দুনিয়াতে বিপ্লব সৃষ্টি করে দেখিয়ে যান।"

"মির্যা সাহেবের এই রাফা' (ইন্তেকাল), তাঁর কতক দাবী ও কতক বিশ্বাসের সাথে কঠোর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সর্বকালীন বিচ্ছেদের ফলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত ও মুক্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন

মুসলমানদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে যে, তাদের এক বড় ব্যক্তিত্ব তাদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে গেছে। আর তাদের সাথে ইসলামের শত্রুগণের মোকাবেলায় ইসলামের এই উত্তম প্রতিরোধক ক্ষমতা যা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, শেষ হয়ে গেছে। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এক বিজয়ী জেনারেলের বর্তব্য পালন করতে ছিলেন। আমাদেরকে বাধ্য করেছে যে, এই অনুভূতিকে আমরা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করি যে, ঐ অভিযান যা অতীব শান ও মর্যাদার সাথে আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণকে দীর্ঘ দিন যাবৎ হেয় ও পদদলিত করে রেখেছিলো, আগামীতেও যেন জারী থাকে।"

"খৃষ্টান ও আর্য সমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেবের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে তা সাধারণ্যে গৃহিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। আর এ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি কারও পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মুখাপেক্ষী নন। এসব গ্রন্থাবলীর কদর ও মাহাত্ম্য, আজ যখন তিনি তাঁর কাজ সাঙ্গ করে চলে গেছেন তখন, অন্তর থেকে আমাদের স্বীকার করতে হয়। এজন্যে যে, ঐ সময় অবশ্যই হৃদয়-পট থেকে মুছে যেতে পারে না যখন ইসলাম বিরুদ্ধবাদীগণের আক্রমণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছিলো। আর মুসলমানগণ যে প্রকৃত হেফাযতকারী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে উপকরণ ও উপাদানের জগতে হেফাযতের কারণ হয়ে উহার হেফাযতের ওপরে আদিষ্ট ছিলো, নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলোর প্রতিবিধান কল্পে কান্নাকাটি করতে ছিলো এবং ইসলামের জন্যে কিছুই করছিলো না বা করতে পারছিলো না। একদিকে আক্রমণের ব্যাপকতার অবস্থা এরূপ ছিলো যে, সারাটা খৃষ্টান জগতে ইসলামের প্রকৃত বাতিকে তাদের যাত্রা পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নির্বাপিত করে দিতে চাচ্ছিলো। আর জ্ঞান-বুদ্ধি ও সহায় সম্পদের ভীষণ শক্তিসমূহ এই আক্রমণকারীর পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভেঙ্গে পড়তো এবং অন্য দিকে দুর্বল প্রতিরোধকারীদের এমন এক জগৎ ছিলো যে, কামানের মোকাবেলায় তাদের তীরও ছিল না; এমন কি আক্রমণ ও প্রতিরোধের কোন অস্তিত্বই ছিলো না। ..... যে, মুসলমানদের তরফ থেকে ঐ প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হলো যার এক অংশ মির্যা সাহেব লাভ করলেন। এ প্রতিরোধ সংগ্রাম কেবল খৃষ্টান ধর্মের ঐ প্রাথমিক কালের প্রভাবকে টুকরো টুকরোই করেনি যা সরকারের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে কৃতপক্ষে উহার প্রাণ ছিলো বরং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের এ ক্ষতিকারক ভয়ানক ও যথাযথভাবে সফল আক্রমণের ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল এবং স্বয়ং খৃষ্টানধর্ম যাদুর ধোঁয়া হয়ে আকাশে বাতাশে উড়তে লাগলো। ..... মোট কথা মির্যা সাহেবের এ সেবা ভাবী প্রজন্মকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রাখবে যে, তিনি কলমী জেহাদকারীদের প্রথম সারিতে অংশ গ্রহণ করে ইসলামের পক্ষ থেকে অবশ্যকরণীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম আদায় করলেন এবং এমন সব গ্রন্থাদি স্মৃতি স্বরূপ ছেড়ে গেলেন যা এখন পর্যন্ত মুসলমানদের ধমনীতে জীবন্ত রুধির প্রবাহিত করছে। আর ইসলামের সেবার প্রেরণা তাদের জাতীয় ঐশ্বর্যের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে .....।

"হিন্দুস্থান আজ বহু ধর্মের লীলাক্ষেত্র। আর যে আধিক্যের সাথে ছোট বড় ধর্ম এখানে রয়েছে এবং পারস্পরিক টানা-পোড়নের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের ঘোষণা করে যাচ্ছে এর দৃষ্টান্ত মনে হয় দুনিয়ার অন্য কোন স্থানে পাওয়া যাবে না। মির্যা সাহেবের দাবী ছিলো যে, আমি সবার জন্যে ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী, কিন্তু এর মধ্যে আপত্তি নেই যে, এসব বিভিন্ন ধর্মের মোকাবেলায় ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত করে দেয়ার জন্যে তাঁর মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যোগ্যতা ছিলো আর ইহা ছিলো তাঁর স্বাভাবিক যোগ্যতার পরিণতিস্বরূপ—পড়াশুনার স্বাদ ও বেশী বেশী অনুশীলন। আগামীতে আশা করা যায় না যে, হিন্দুস্থানের ধর্মীয় জগতে এরূপ শান ও মর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিত্ব জন্ম নিবেন যিনি নিজের উচ্চাকাংখা কেবল ধর্মীয় আস্বাদনে ব্যয় করে দেবেন।"

"যদিও মির্যা সাহেব প্রচলিত শিক্ষা এবং রীতিমত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন নি কিন্তু তাঁর জীবন ও জীবনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে পড়াশুনা করে জানা যায় যে, তিনি বিশেষ প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন যা সবার ভাগ্যে জুটে না।..... ইসলাম নিজস্ব গভীর রংগের সাথে তার ওপরে ছেয়ে আছে। কখনও তিনি আর্য সমাজীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত। কখনও ইসলামের সাহায্যে ও সত্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তিশালী পুস্তকাদি লিখেন..... বিধর্মীদের বাতিল প্রমাণ করার জন্যে এবং ইসলামের সাহায্যকল্পে যে দুর্লভ পুস্তকাদি তিনি প্রণয়ন করেছিলেন ওগুলো পাঠ করলে যে মর্মস্পর্শী অবস্থার সৃষ্টি হয় তা এখন পর্যন্তও প্রকাশ পায় নি। তাঁর একখানা পুস্তক হলো বারাহীনে আহমদীয়া। উহা অমুসলমানদেরকে ভীত করে দিয়েছে আর মুসলমানদের অন্তরকে সাহসী করে দিয়েছে। আর ধর্মের মনোরম চিত্রকে সর্ব প্রকার মলিনতা ও নোংরামি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে জগতের সামনে উপস্থাপন করছে যা মুর্খদের অন্ধ অনুকরণের ও স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। মোট কথা এই যে, এসব গ্রন্থাদি কমপক্ষে হিন্দুস্থানের ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি ঝংকার সৃষ্টি করে দিয়েছে যার চতুস্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান ধ্বনি এখনও আমাদের কানে বাজছে..... তখন মুসলমানগণ সর্বসম্মতিক্রমে মির্যা সাহেবের পক্ষে রায় দিয়ে দিয়েছিলেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মির্যা সাহেবের আচরণের ওপরে ছোট একটি দাগও আমাদের দৃষ্টিতে আসছে না। তিনি একটি নির্মল জীবন অতিবাহিত করেন এবং তিনি একজন খোদা-ভীরুর জীবন যাপন করেছেন ....."।

(অমৃতসর থেকে প্রকাশিত' উকিল' পত্রিকা : ৩০-৫-১৯০৮)

(৩) চাচড়াঁ শরীফের সাজ্জাদানশীন হযরত খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব বলেন ঃ

"হযরত মির্যা সাহেব সম্পূর্ণ সময় মহাপরাক্রম ও প্রতাপশালীর ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। অথবা নামাযে পড়তেন বা কুরআন করীমের তেলাওয়াত করতেন অথবা ধর্মীয় অন্যান্য এমনই কাজ-কর্মে ডুবে থাকতেন এবং ইসলাম ধর্মের সেবার জন্যে এমনভাবে সাহসের সাথে কোমর বাঁধতেন, এমন কি লণ্ডনের অধিপতিকে পর্যন্ত দীনে মুহাম্মদী অর্থাৎ ইসলামের

(অবশিষ্টাংশ ৩৫ পাতায় দেখুন)

মুরতাদ-হত্যা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

(তৃতীয় কিস্তি)

সংকলন ও অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরব্বী

(২) আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন :

واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان تو ليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ٥ (المائدة : ٩٢)

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ. আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছিয়ে দেওয়া।" (সূরা আল মায়েদা : ৯২)

এ আয়াতটিতে ঈমান আনয়নের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত ও প্রবিষ্ট হওয়ার পর আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্যের আদেশ রয়েছে এবং আনুগত্যকে পরিহার করে দীন বা ইসলাম ধর্মীয় জীবন-ব্যবস্থা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদেরকে রসূলের উপর কোন শাস্তি প্রদানের দায়িত্বের উল্লেখ নেই। বরং রসূল করীম (সাঃ)-এর দায়িত্বের পরিধিকে কেবল পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে রসূল হচ্ছেন আল্লাহ্‌র নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগকারী শক্তির সর্বময় অধিকারী। তাঁকেও আহকামুল-হাকেমীন খোদা ধর্মত্যাগীকে কোনও শাস্তি দানের অধিকার বা ক্ষমতা দেন নি, বরং তাঁর ডিউটি কেবল সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া পর্যন্তই সীমিত রেখেছেন। এখন যারা এই সুস্পষ্ট আদেশের উপস্থিতিতে ধর্মত্যাগের শাস্তি হত্যাদণ্ড প্রয়োগ করতে চান তারা কি বলতে পারেন যে, তাদের অবস্থান ও মর্যাদা নাউযুবিল্লাহ্‌ খোদাতা'লার পবিত্রতম রসূলের চেয়েও উর্ধ্বে ?!

(৩) আল্লাহ্‌তা'লার তৃতীয় ইরশাদ হচ্ছে :

يايها الذين امنوا عليكم انفسكم - لايضركم من ضل اذا اهتديتم - الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ٥ (المائدة : ١٠٥)

"হে যারা ঈমান এনেছ। তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তায়। যখন তোমরা নিজেরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও, তখন যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যেতে হবে ; তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যা তোমরা করতে।"

(সূরা আল মায়েদা : ১০৫)

এ আয়াতটি থেকে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত আয়াতে যেমন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর রসূলের দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুমাত্র পয়গাম পৌঁছান পর্যন্তই নির্ধারণ করেছিলেন, তেমনি সাধারণ

মুমেনদেরকেও দারোগা বনতে বারণ করে দিয়েছেন। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে কেবল রসূলের অনুসরণ ও প্রতিনিধিত্বে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রচার। দীন-ঈমানের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করার কোন অধিকারই নেই। নচেৎ আয়াতটির বিষয়বস্তু কখনও এরূপ হতো না যে, 'তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং কিয়ামত-দিবসে তোমাদের ফয়সালা হবে'—বরং আয়তটিতে এরূপ বর্ণিত হতো : "ফাক্‌তুলুল মুরতাদ্দা আও ইরজুমুহু ইনকুনতুম মু'মেনীন" অর্থাৎ 'তোমরা এইরূপ (ধর্মত্যাগী) ব্যক্তিকে কতল করে ফেল বা প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেল, যদি তোমরা মু'মেন হয়ে থাক।' আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এখানে যদিও অনুরূপ আদেশ প্রদানের ভালই সুযোগ ছিল তথাপি খোদাতা'লা তো তদ্রূপ শাস্তিদানের উল্লেখ ছেড়ে দিলেন কিন্তু এই মৌলবী-মৌলানারা তবুও জেদ ধরেছেন 'না, মুরতাদকে অবশ্যই কতল করে দেয়া উচিত'।

(৪) চতুর্থ ঐশী-ফরমান হচ্ছে :

من اهتدى فانما يهتدى لنفسه - ومن ضل فانما يضل عليها - ولا تزر وازرة وزر اخرى - وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ০ (بنى اسرائيل : ١٥)

—"যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে সে কেবল তার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে, এবং যে বিপথগামী হয়, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপদগামী হয়। এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কারও বোঝা বহন করবে না। এবং আমরা কখনও আযাব দেই না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই।"

(সূরা বনী ইসাঈল : আয়াত ১৫)

এ আয়াতে সুস্পষ্টাক্ষরে বলে দেয়া হয়েছে যে, কারও পথভ্রষ্টতার বোঝা অন্য কারও উপরে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই কোন কাফের অথবা মুরতাদের উপরে লাঠি নিয়ে চড়াও হওয়া অবলীলাক্রমে অন্যের বোঝা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়ারই শামিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, এরূপ পথভ্রষ্টদেরকে যদি আযাব (শাস্তি) দিতেই হয় তাহলে যতক্ষণ না কোন রসূল পাঠাই, ততক্ষণ কোন আযাব দেই না।' রসূলও আবির্ভূত হয়ে সত্যের বাণী প্রচারের মাধ্যমে হুজ্জত পূর্ণ করে থাকেন। তিনি নিজ হাতে কোন কাফের মুনাফিক বা ধর্মত্যাগী-মুরতাদকে কোন শাস্তি দেন না। অবশ্য অন্যায়ভাবে তাঁর মোকাবিলাকারী এবং তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা অন্যান্য নৈসর্গিক দৈবপাকে নিশ্চয় মারা যায় বা লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র কাফের মুনাফিক ও মুরতাদ হওয়ার দরুন নয় বরং রসূলদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অত্যাচার ও যুদ্ধ করার কারণে শাস্তি পায়।

(৫) পঞ্চম ঐশী ফরমান হচ্ছে :

"ইন্নাল্লাযীনা কাফারু বা'দা ঈমানিহিম সুম্মায্‌দাদু কুফরাল্‌ লান তুকবালা তাওবাতুহুম ওয়া উলাইকা হুমুয যাল্লূন ০ ইন্নাল্লাযীনা কাফারু ওয়া মাতু ওয়াহুম কুফ্‌ফারুন ফালাই

ইউক্ বালা মিন আহাদিহিম মিলয়ুল আরদি যাহাবাও ওয়া লাওয়েফ্তাদা বিহি উলাইকা লাহুম আযাবুন আলিমুও ওয়া মা লাহুম মিন নাসেরীন ০ (সূরা আলে ইমরান : ৯০-৯১)

—"নিশ্চয় যারা অস্বীকার (কুফরী) করেছে তাদের ঈমান আনার পর, অনন্তর অস্বীকারে (কুফরীতে) আরও বেড়ে গেছে, তাদের তৌবা আদৌ কবুল করা হবে না। বস্তুত: তারাই পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছে তাদের কারও নিকট থেকে কবুল করা হবে না যদিও সে উহা মুক্তিপণ হিসেবে পেশ করে। এরাই হচ্ছে এমন যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।"

(সূরা আলে-ইমরান : ৯০-৯১)

এই নিন! এ আয়াতটিতে আরও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এরা হচ্ছে ঐসব লোক যারা ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়। কাফের থাকে। তাদেরকে তবুও কতল করা হয় না বরং কুফরীতে বাড়তে থাকারও তাদের সুযোগ দেয়া হয়। তারপর তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করে মারা যায়। যেমন কিনা "ওয়া মাতু" (وماتوا) শব্দের দ্বারা প্রতিভাত।

মুরতাদ-হত্যার সমর্থকদের উদ্দেশ্য সাধন ও আত্ম তৃপ্তির জন্যে এখানে 'মাতু'-এর পরিবর্তে 'কুতেলু' (قتلوا) শব্দের আবশ্যক ছিল কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা সেই ক্রিয়াপদটিই রেখে দিয়েছেন যার অর্থ হচ্ছে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে মারা যাওয়া।

"বাহ্‌রুল মুহীত"—তফসীর গ্রন্থের প্রণেতা লিখেছেন :

"او معناه ثم ازدادوا كفرا تمتوا على كفرهم وبلغ الموت فيدخل اليهود والمرتدون قاله مجاهد وقال السدي"

অর্থাৎ—"সুম্মায্দাদু কুফরান"—এর অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের কুফরীতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ইহাতেই মৃত্যু পর্যন্ত আজীবন কায়েম রয়েছে। সুতরাং উক্ত বাক্যটিতে ইহুদীরা এবং মুরতাদরা (ধর্মত্যাগীরা) অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুজাহিদ ও ইমাম সাদিও তাই বলেছেন।" (বাহারুল মুহীত, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃ:)

(চলবে)

(৩২ পাতার পর)

দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর রাশিয়া ও ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের সম্রাটগণকেও ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তার সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা এদিকে নিবদ্ধ ছিলো যে, লোকেরা যেন ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদের ধর্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে কেননা, উহা সর্বৈব কুফরী বিশ্বাস। তারা যেন আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদকে অবলম্বন করে এবং ঐ সময়ের ওলামাদের অবস্থা দেখো যে, তারা সমগ্র মিথ্যে ধর্মের বিরোধিতা না করে এমন এক পুণ্যবান পুরুষের পিছনে পড়ে গেছে যিনি কিনা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সেরাতে মুস্তাকীমের ওপরেও প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেছেন। এসব লোক তাঁর ওপরে কুফরীর ফতওয়া লাগাচ্ছে। তোমরা তাঁর আরবী রচনাগুলো দেখো যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। আর ঐ সব রচনা তত্ত্ব, সত্য ও হেদায়াতে পরিপূর্ণ। তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'ত এবং ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার অবশ্যই অস্বীকারকারী নন।" (ইশারাতে ফরীদি-এর অনুবাদ: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০)

(জার্মানী থেকে প্রকাশিত 'আখবারে আহমদীয়া'-এর জুলাই '৯৪ সংখ্যার সৌজন্যে)

পত্র-পত্রিকা থেকেঃ

"মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়ার স্থান ইসলামে নেই

মৌলবাদ প্রতিরোধের আহ্বান

মৌলবাদ ও মৌলবাদী চরমপন্থীদের প্রতিরোধের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলমানদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ করে তোলার আহ্বানের মাঝ দিয়ে মঙ্গলবার মরক্কোয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থার দু'দিনব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলনে বসনীয় মুসলমানদের উদ্ধারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে দেশগুলোর দুই প্রভাবশালী রাষ্ট্রপ্রধান—মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক ও মরক্কোর বাদশাহ্ হাসান মৌলবাদ ও মৌলবাদী চরমপন্থীদের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, অসহিষ্ণু মুসলিম জঙ্গীরাই ইসলামের ভাবমূর্তি ধ্বংস করেছে। তাঁরা বলেন, ইসলামী চরমপন্থীদের জন্যই বসনীয় মুসলিমদের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি পাওয়া যাচ্ছে না। মুসলিম মৌলবাদী চরমপন্থীরা ভিতর থেকে ইসলামের ওপর আঘাত হেনে চলেছে। মৌলবাদ ও মৌলবাদী চরমপন্থীদের এই আঘাত ইসলামের মূল ভিত্তিকে ধসিয়ে দিচ্ছে এবং এর ভাবমূর্তিকে কদাকার ও কুৎসিত করে তুলছে। প্রেসিডেন্ট মোবারক বলেন, জঙ্গী মৌলবাদীরা শয়তানের কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে। কোনও কোনও মুসলিম দেশ তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশীর স্থিতি বিনষ্টের চেষ্টা করছে ও তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। রয়টার/এএফপি।

মরক্কোর বাদশা হাসান বলেন, চরমপন্থী ও জঙ্গী পথ অবলম্বন করা এবং আগ্রাসনে লিপ্ত হওয়ার এখতিয়ার কারও নেই।

রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম বাদশাহ হাসান বলেন, ইসলামের মূল বৈশিষ্টাই হলো শান্তি ও উদারতা। দুঃখের বিষয় কোনও কোনও ইসলামী গ্রুপের মধ্যে এটা অনুপস্থিত। তাদের আচরণ ইসলামী সহিষ্ণুতা ও উদারতার পরিপন্থী। এটা ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী জীবনধারা বিরোধী প্রচারণায় ইন্ধন যুগিয়েছে। ইসলামী ভাবমূর্তিকে ধ্বংস করে চলেছে। ইসলামের সহনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো নির্ধারণে তিনি একটি শীর্ষ বা চূড়ান্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

বাদশাহ হাসান বলেন, মৃত্যু পরোয়ানা বা এ ধরনের ফতোয়া বা অনুশাসন জারি করার কোনও সমর্থন ইসলামে নেই। ধর্মে যে অধিকার নেই চরমপন্থী অবলম্বনের জন্যে তা গ্রহণের কারও অধিকার ও এখতিয়ার নেই। কোনও মুসলমানকে অমুসলমান ঘোষণা করা কিংবা মুসলিম ধর্ম থেকে খারিজ করার কোনও এখতিয়ারও তাদের নেই। কোনও মুসলিমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার অধিকারও কারও নেই।

বাদশাহ হাসান বলেন, মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের ফতোয়া দেবে—এটা ইসলাম সমর্থন করে না। হোসনী মোবারক বলেন, ইসলামী চরমপন্থীরা অজ্ঞতা ও লোভে অন্ধ হয়ে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। ফতোয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা তাদের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বসেছে। জঙ্গী মৌলবাদীদের এসব তৎপরতা মুসলমানদের এক ভয়াভহ ট্রাজেডি ও অপমানকর নৃশংসতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে"।

(১৫-১২-৯৪ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

পাকিস্তান তাহাফফুজের ঢাকা পরাজয় দিবস পালন

"স্টাফ রিপোর্টার : পাকিস্তানভিত্তিক আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত সংগঠন ১৬ ডিসেম্বরকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসাবে পালন করেছে। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

গত ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের উর্দু দৈনিক জং পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, তাহরিকে খতমে নবুওয়ত (আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত) ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশে ঢাকা পরাজয় দিবস পালন করবে। এ জন্য বিভিন্ন শহরে কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উগ্র সাম্প্রদায়িক তৎপরতার জন্য তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত নামের সংগঠনটি পরিচিতি অর্জন করে। বাংলাদেশেও এরা তৎপর রয়েছে। এ রকম একটি ধর্মীয় সংগঠন ১৬ ডিসেম্বরকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসেবে পালনের কর্মসূচী নেয়ায় রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পাকিস্তানের এই উগ্র ধর্মীয় সংগঠনটি যে এখনও মেনে নেয়নি 'ঢাকা পরাজয় দিবস' পালন তারই প্রমাণ বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে"।

(১৯-১২-৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

পাকিস্তানে 'ঢাকা পরাজয় দিবস'

"কাগজ প্রতিবেদক : লাহোরের দৈনিক জং পত্রিকায় ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিল, তাহরিকে খতমে নবুওয়ত; পাকিস্তান ১৬ ডিসেম্বর সারা দেশে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' পালন করবে ও বিভিন্ন শহরে কর্মসূচি নিয়েছে। উল্লেখ্য, এই আন্তর্জাতিক সংগঠন তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত, বাংলাদেশ নামে বাংলাদেশে বেশ সক্রিয় রয়েছে"।

(১৯-১২-৯৪ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

একটি তাজা ফতোয়া

মাওলানা ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, নির্বাচনের সময় যেকোন প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে কোরআনের বাক্সে ভোট দেয়া জায়েজ (জনকণ্ঠ ১৬/১২/৯৪)।

শিশু-পালন
(বাচ্চুঁ কি পারবারিশ)

মূল—ডাঃ আমাতুর রকীব এম, বি, বিএস
অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

দ্বিতীয় কিস্তি

মায়ের মেধা ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রভাবঃ

মায়ের মেধা ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রভাব শিশুর ওপরে ক্রিয়াশীল হয়। মায়ের ক্লান্তিকর আর অস্থিরতার অবস্থা শিশুর ক্রম বিকাশের পথে ভাল প্রভাব বিস্তার করে না। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে বলেন—

ওয়ালা তাকতুলু আওলাদাকুম খাশইয়াতা ইমলাক—অর্থঃ আর তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা কোর না।

এ আয়াতে করীমা থেকে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয় যে, গর্ভকালীন সময়ে মানুষ যেন স্ত্রী ও শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখে। পুরুষের জন্যে ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, সে তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় কেননা, গর্ভকালীন সময়ে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঢিলা-ঢালা ও আরামপ্রদ হওয়া প্রয়োজনীয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) সূরা বানী ইসরাঈলের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—

"'কতল' শব্দ প্রয়োগ করার কারণ আমার দৃষ্টিতে ইহাও যে, যদি কেবল বলা হতো যে, সন্তানের জন্যে অবশ্যই খরচ করো তাহলে এ কথা দ্বারা সন্তানের ওপরে ঐ প্রভাব-সমূহের প্রতি ইঙ্গিত হতো না যা সন্তানের জীবনের ওপরে কার্যকরী হয়। কিন্তু এ কথা প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বপ্রকার প্রভাবসমূহকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্ত্রীর খাবার ও যথাযোগ্য পোশাকের দিকে দৃষ্টি রাখা অথবা শিশুকে দুধ খাওয়ানোর দিনগুলোতে বা গর্ভাবস্থায় তার ওপরে অনেক কাজের চাপ প্রয়োগ করা—এসব ঐ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যদ্বারা সন্তানের ওপরে খারাপ প্রভাব পড়ে অথবা সন্তানই নষ্ট হয়ে যায় অথবা তার স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে যায়।" (তফসীরে কবীর ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৭)

এ প্রসঙ্গে ডাঃ বার্ণাড বেল মিন বলেন—"যখন মা আবেগানুভূতির শিকার হয় তখন গর্ভস্থ সন্তানের নড়া চড়া বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এতদ্ব্যতিরেকে যখন মা পরিশ্রান্ত হয়ে যায় তখনও শিশুর নড়া চড়ার উপরে উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।" (প্রাগুক্ত : ২৪ পৃষ্ঠা)

আলোচনাধীন উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, মায়ের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিগুলোর প্রভাব শিশুর ওপরে পড়ে অর্থাৎ মায়ের গর্ভে বিকাশোন্মুখ

শিশু ঐসব প্রভাবগুলো অনুভব করে থাকে যেগুলো মা অনুভব করে থাকেন। এজন্যে যদি মায়ের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ঐ সময়ে পবিত্র হয় তাহলে ভাবী সন্তান সুস্বাস্থ্যবান সৎ ও পুণ্যবান হবে।

মেধাবী শিশু সৃষ্টি করার পদ্ধতি ঃ

বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় থেকেই শিশুকে শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি আরম্ভ করার বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। আমেরিকার কালিফোর্নিয়া ইউনিভারসিটিতে ডাক্তারগণ মায়েদেরকে একটি বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মায়েরা বিভিন্ন পুস্তকাদি, ভিডিও ক্যাসেট এবং ডাক্তারগণের ক্লাস থেকে নির্দেশ নিয়ে কাগজের নলকে পেটের ওপরে রেখে উচ্চ শব্দে শিশুদেরকে বুঝাতে থাকেন। এ নতুন গবেষণার প্রধান ভিত্তি হলো এই যে, মায়ের গর্ভে শিশুরা অধিক অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকে। (সূত্র ঃ দৈনিক জং ঃ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭)

অতএব শিশুর উত্তম ক্রম বিকাশের জন্যে গর্ভকালীন সময়ে তার মায়ের দায়-দায়িত্ব অনেক সূক্ষ্ম ও গুরুত্ববহ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কতিপয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বর্ণনা করা প্রয়োজনীয়।

গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের জন্যে কতিপয় প্রয়োজনীয় সতর্কতা'' ঃ

১। মহিলাদের জন্যে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় যে, নিয়মিত অর্থাৎ সপ্তাহান্তে বা পনর দিন অন্তর অন্তর যেভাবে ডাক্তার নির্দেশ দেন নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে থাকেন আর হাসপাতালে নিজের কেস তালিকাভুক্ত করান।

২। ডাক্তার মহিলাকে যেসব বিষয়ে পরীক্ষা করতে বলেন সবগুলো যেন করানো হয়।

৩। নিজের অন্য রোগের কথা ডাক্তারকে বলার সময়ে তাকে নিজের গর্ভের সংবাদ দিন যাতে তিনি যাথাযথভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন।

৪। ডাক্তার যে ঔষধের ব্যবস্থা দেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করুন।

৫। অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, গর্ভকালীন সময়ে যে কোন কষ্টই হোক না কেন ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ঔষধই ব্যবহার করবেন না। এতে আপনার শিশু বা স্বয়ং আপনার অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

৬। স্বাস্থ্যসম্মত ও সুষম খাদ্য যেমন সব্জী, মাংস, দুধ, ডিম, এবং মাছ গ্রহণ করুন।

৭। প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিন এবং সর্বদা আনন্দোজ্জল থাকুন।

৮। সর্বপ্রকার নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকুন। এতে শিশুর খুবই ক্ষতি হতে পারে। কেননা, গর্ভাবস্থায় আপনার শিশু পরিপূর্ণভাবে আপনার ওপরে নির্ভরশীল।

এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের জুনিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রীর একটি বিবৃতির অংশ বিশেষ উপস্থাপন করতে চাই যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে—

"সিগারেট সেবনকারী মহিলাদের শিশুর মগজ আকারে ছোট হয়ে থাকে। (জং পত্রিকার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি) ব্রিটেনের জুনিয়র স্বাস্থ্যমন্ত্রী এডোনাগ্রী সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সিগারেট সেবন করার কারণে এ বছর ৬০ হাজার শিশুর অকাল মৃত্যু হবে .....তিনি আরও বলেন যে, সিগারেট সেবনকারীণি মহিলাদের শিশুর মগজ আকারে ছোট হয়ে থাকে আর তারা অপুষ্টিরও শিকার বিধায় দুর্বল হয়ে থাকে। (দৈনিক জং) (চলবে)

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা

০ গত ১৯/১২/৯৪ ইং রোজ সোমবার বিকাল ৪ ঘটিকায় আঃ, মুঃ, জামাত কটিয়াদির উদ্যোগে খাগইর গ্রামের মাষ্টার আবুল খায়ের সাহেবের বাড়ী প্রাঙ্গণে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ) -এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০ গত ২রা ডিসেম্বর '৯৪ শুক্রবার বাদ জুমুআ জামালপুর-হবিগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস অতি জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়।

০ খাগদন জামা'ত ১৮/১১/৯৪ তারিখ সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করে।

০ গত ৪/১২/৯৪ ইং রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়াতে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের শুভাগমন উপলক্ষে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

০ ২৬শে নভেম্বর মঃ আতফালুল আহমদীয়া, ক্রোড়ার পক্ষ থেকে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিন
নতুন প্রজন্মের তালীম ও তরবীয়তের পথকে সুগম ও প্রশস্ত করুন

"যদি আমরা প্রত্যেক মাইলে (ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেমের মাধ্যমে) কেন্দ্র স্থাপন করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে কোন জায়গা এমন অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে খোদা এবং তাঁর রসূল (সাঃ)-এর কথা হতে থাকবে না, যেখানে কুরআনের শিক্ষা দেয়া হবে না এবং যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছাবে না।"

[হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)]

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর উপরোক্ত আশীবাদ দ্বারা আমরা সহজেই ওয়াকফে জাদীদের কর্মসূচী ও এর গুরুত্ব বুঝতে পারি। আগামী ৩১/১২/৯৪ তারিখে ওয়াকফে জাদীদের চলতি বর্ষ (১৯৯৪) শেষ হচ্ছে এবং ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন বর্ষ (১৯৯৫) শুরু হতে যাচ্ছে। এখন আমাদের দায়িত্ব এ খাতে সকলে মিলে বেশী বেশী চাঁদা দিয়ে উপর্যুক্ত কাজকে সফলতা দানের পথ সুগম করা।

স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) জানুয়ারী মাসের প্রথম জুমুআয় ইনশাল্লাহ্ ওয়াকফে জাদীদের নতুন বর্ষ ঘোষণা করবেন। স্থানীয় কর্মকর্তাগণ যথাসময়ে

যথারীতি নতুন বছরের ওয়াদা নিয়ে খাকসারের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন বলে আশা রাখি। ৩১/১২/৯৪ তারিখ পর্যন্ত আদায় সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট অর্থাৎ আদায়ের পরিমাণ ও চাঁদা দাতার সংখ্যা যথাসত্বর খাকসারের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করছি। প্রত্যেক পরিবারের শিশুদের ওয়াদা একটি আলাদা কাগজে পাঠাতে অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য, এ খাতে চাদার হার সর্ব নিম্ন ৭০/- টাকা। প্রতি পরিবারের প্রত্যেক শিশু বা সব শিশুরা মিলে এক একটি ওয়াদা করতে পারে।

তসাদ্দক হোসেন
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ

আনসারুল্লাহর খবর ঃ

০ আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আই:) কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ১লা জানুয়ারী ১৯৯৫ থেকে আগামী তিন বছরের জন্যে—

(১) জনাব নাযীর আহমদ ভুইয়া ও

(২) জনাব তাসাদ্দক হোসেন-কে যথাক্রমে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সদর ও নায়েব সদর সফে দওম হিসেবে অনুমোদন দান করে তাঁদেরকে মোবারকবাদ দিয়েছেন ও তাঁদের জন্যে দোয়া করেছেন।

তাঁরা যাতে- নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন সেজন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০ পরমকরুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার খাস রহমতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়ার ৩য় সালানা জলসা ৩/১২/৯৭ইং ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দু'টি অধিবেশনের প্রত্যেকটিতে গড়ে ১৩৫-১৪০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

০ গত ১/১২/৯৪ ইং রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া মোল্লাপাড়া হালকায় জনাব শামশু মিয়া সাহেবের বাড়িতে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে 'তালীম তরবীয়তি' সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০ গত ১লা নভেম্বর '৯৪ তারিখে ক্রোড়া লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দোয়ার আবেদন

০ জনাব আবদুল কুদ্দুস মোল্লা, গ্রাম : নুকালী, পোষ্ট : বাঘাবাড়ী, জেলা : সিরাজগঞ্জ লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়ী নুকালীতে আছেন। তাহার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

কটিয়াদী আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম কবিরাজ ইজাজুল হক সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র এডভোকেট আজিজুল হক মিন্টু সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইসরাত

জাহান সুলতানা বিপ্লব এবারের এইচ এস, সি পরীক্ষায় মানবিক শাখা হইতে কৃতীত্বের সহিত ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

শোক সংবাদ

ময়মনসিংহ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রবীণ সদস্য মোহাম্মদ আশরফ হোসেন সাহেব (অবসর প্রাপ্ত জেলা রেজিষ্ট্রার) ১৮ই ডিসেম্বর ভোর বেলা ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। প্রথমে তাঁর জানাযা ঢাকা দারুত তবলীগে বাদ যোহর অনুষ্ঠিত হয়। এরপর তাঁর লাশ ময়ননসিংহে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দু'বার জানাযার পর আকুয়াস্থ আহমদীয়া গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ঐ সময় শহরের বহু হিন্দু ও মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০ শালগাঁও জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শামসুর রহমান সাহেব গত ২রা সেপ্টেম্বর '৯৪ নিজ বাস ভবনে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে····রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও অনেক নাতি-নাতনী রেখে গিয়েছেন। জামাতের বন্ধুদের নিকট তাঁর আত্মার মাগফিরাতের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

০ জনাব কফিল উদ্দিনের (মতিঝিল হালকা) ভগ্নীপতি এবং লক্ষীপুর শহরের একমাত্র আহমদী পরিবারের প্রবীণ সদস্য ও অভিভাবক জনাব হাসান আহমদ গত ৩রা ডিসেম্বর '৯৪ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন)।

তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়ার অনুরোধ করছি।

কালামুল ইমাম

"জগতের অভিশাপকে ভয় করিও না, কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধুঁয়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা দিনকে রাত করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর নিপতিত হয়, তাহার উভয় জগতকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না; কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের পাতাল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার? সুতরাং তোমরা সোজা, সরল, পবিত্র ও নির্মলচিত্ত হইয়া যাও"।

(হযরত ইমাম মাহদী (আঃ): কিশ্‌তিয়ে নূহ, ২৩ পৃষ্ঠা)

নব বর্ষের শুভেচ্ছা

হিজরী শামসী ও ইংরেজী নব বর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এ বছর সকলের জন্যে হোক শুভ ও কল্যাণময়।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রকীম

ভূস্বর্গে যীশু

"আমরা মরিয়ম তনয় ও তাহার মাতাকে এক নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক শ্যামল উপত্যকাময় ও ঝরণা প্রবাহিত উচ্চ ভূখণ্ডে"।

(মু'মিনুন : ১৫ আয়াত)

যীশু আগমন করেছিলেন ইস্রায়েল-কুলের উদ্ধারের জন্য যীশুর আগমনের বহু পূর্ব হতেই ইস্রায়েলের বারটি গোত্র বিচ্ছিন্নভাবে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতেছিল। যীশুর আবির্ভাবের সময় দ্বাদশ গোত্রের মধ্যে মাত্র দু'টি গোত্র প্যালেষ্টাইনে বাস করতে ছিল। অবশিষ্ট দশটি গোত্র প্যালেষ্টাইন রাজ্যের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতেছিল। এই বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলিকে ঈশ্বরের শিক্ষায় এক আদর্শে সম্মিলিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি আগমন করেছিলেন। যীশু বলেন, "আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়, তাহাদিগকে আমার আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে একপাল ও এক পালক হইবে"। (যোহন, ১০ : ১৬)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী দশটি ইস্রায়লী গোত্রের মধ্যেও যে তাঁকে প্রচার করতে হবে সেই সম্বন্ধে যীশু বলেন, "অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হবে ; কেননা সেই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।" (লুক, ৪ : ৪৩) হারান গোত্রগুলির সন্ধানে যাওয়ার পূর্বে তিনি শিষ্যদিগকে বলেছিলেন, কোন ব্যক্তির যদি একশত মেষ থাকে, আর তাহাদের মধ্যে একটি হারাইয়া যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্ব্বতে গিয়া ঐ হারান মেষটির অন্বেষণ করে না?" (মথি ১৮ : ১২) কোন কোন প্রাচীন অনুলিপিতে এই কথাগুলি পাওয়া যায়, "কারণ যাহা হারান ছিল, তাহার পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।" (ঐ টিকা দ্রষ্টব্য) ক্রুশের দুর্ঘটনার পর যীশু চল্লিশ দিন পর্যন্ত যিরূশালেমে শিষ্যদের মধ্যে অবস্থান করলেন এবং সকল শিষ্যকে যিরূশালেম ত্যাগ না করতে উপদেশ দিয়ে বিদায় হলেন (প্রেরিত, ১ : ৩, ৪)। অতঃপর যীশু জৈতুন নামক পর্ব্বতে আরোহণ করলেন, তখন একখানি মেঘ তাঁদের (অর্থাৎ শিষ্যদের) দৃষ্টিপথ হতে তাঁকে গ্রহণ করল (প্রেরিত, ১ : ৯)। এর পর শিষ্যগণ পর্বত হতে

যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। (প্রেরিত, ১:১২) ইহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে নূতন নিয়মের লেখকগণ নীরব রয়েছেন। অতএব, যীশুর জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমরা এখন ইতিহাস হতে আলোচনা করব।

ঐতিহাসিক প্রমাণ ঃ

জৈতুন পর্বত পার হয়ে যীশু ইস্রায়েল জাতির হারান গোত্রগুলির সন্ধান করতে করতে অবশেষে আফগানিস্থান হয়ে ভূস্বর্গ কাশ্মীর আগমন করেন। হাদীসে আছে, আল্লাহ্ ঈসাকে বল্লেন, তুমি একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাও (কনযুল উম্মাল: ২১ খণ্ড)। লিসানুল আরবের মতে মসীহ অর্থও ভ্রমণকারী (৪৬১ পৃ:)। তিনি কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। আফগান এবং কাশ্মীরবাসীগণ যে ইস্রায়েল জাতিরই শাখা তা F. Bernier, G. Foster প্রভৃতি ঐতিহাসিক Travels in the Moghul Empire ও Letters on a journey from Bengal to England নামক পুস্তকে স্বীকার করেছেন। আর্য পণ্ডিত মহাশয় লক্ষণ তাঁর 'ভবিষ্য পুরানের আলোচনা' নামক হিন্দি গ্রন্থে লিখেছেন যে, ব্রহ্ম ভারতে ম্লেচ্ছ আচার্য মূসার বহু শিষ্য বাস করে। অন্যত্র আছে Kshmiries are of the lost tribes of Israel (Kashmir, Vol. 1, Page-16) কাশ্মীরে মালিক গোত্রের লোকই অধিক। এরা বনী ইস্রায়লী (আকওয়ামে কাশ্মীর, ১ম খণ্ড ২৩৯ পৃ:) কাশ্মীরীরা ইস্রায়েলের বংশধর (তারিখে হাশমত) খাজা হাসান নিযামী বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে, বনী ইসরাঈল এই দেশে আসিয়াছিল এবং এখানকার (কাশ্মীরের) জনগণ তাহাদেরই বংশধর (দরবেশ ভলিয়াম—৭, নং—৬, ১৫/৯/৩৬ ইং) ইহাদিগকে (কাশ্মীরবাসীকে) ইস্রাঈলী বলিয়াই প্রমাণ করে (Ancient Monuments of Kashmir, P-75) কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলত: ইস্রাঈলী (History of Pre-Musalman India, Vol 1, P—367) The Kashmiries are decendants of the Jews (General History of the Moghul Empire, Page—195) খৃষ্টান মিশনারী C. E. Tyndal Bisco লিখেছেন, The Kashmiries belong to the lost tribes of Israel (Kashmir in Sunlight and Shade P—153) Sir Francies Younghusbands লিখেছেন, That these Kashmiries are the lost tribes of Israel and certainly as I have already said, there are real Biblical types to be seen everywhere in Kashmir (Kashmir, P—107). তিনি আরো বলেছেন, There resided in Kashmir some 1900 years ago a saint of the name of Yuz Asaf who preached in Parables as Christ uses··· His tomb is in Srinagar ····· and the theory is that Yuz Asaf and Jesus are one and the same person.

(112 P) 'The Nazarene Gospel Restored by Robert Graves and Yashua podro" নামক গ্রন্থে আছে যে, যীশু ভাববাদী ছিলেন এবং ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয়নি। ক্রুশীয় ঘটনার পর তিনি পূর্বদেশে হিজরত করেন। 'Heart of Asia' নামক পুস্তকে আছে যে, শিষ্যগণ যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যু হতে রক্ষা করার পর তিনি কাশ্মীর আগমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর শ্রীনগর শহরে বিদ্যমান রয়েছে। 'Jesus in Rome' পুস্তকেও যীশুর ভারত আগমন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বোম্বাই হতে প্রকাশিত 'হিন্দি ডাইজেষ্ট' এ 'যীশুর ভারত যাত্রা' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর লেখক মিঃ জ্ঞানচন্দ্র এম-এ যীশুর ভারত আগমন সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পেশ করেছেন (১৯৬০ ইংরাজীর ডিসেম্বর সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওয়াহের লাল নেহেরু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Glimpses of World History' Page 84, এতে লিখেছেন যে, All over Central Asia, in Kashmir and Laddakh, Tibet and even further North, there is still a strong belief Jesus or Isa travelled about there. অর্থাৎ—যীশু মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর, লাদ্দাখ, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে আগমন করেছিলেন। তিব্বতের মারবুর নামক দুর্গম স্থানের হিমিস মঠে একখানি হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তক পাওয়া গিয়েছে; এর অনুবাদ জনৈক রাশিয়ান Dr. Notovitch 'Unknown life of Jesus' (1894) নামে আমেরিকা হতে প্রকাশ করেছেন। এতে যীশুর কাশ্মীর আগমন এবং তাঁর জীবনের আরও বহু ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বামী আভেদা নন্দজী আসল পাণ্ডুলিপিখানা দেখেছেন ও কোন কোন অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (দেখুন 'বিচিত্রা' পৌষ সংখ্যা, ১৯৩৬ ইংরাজী ও কাশ্মীর ও তিব্বতে, ২৫ পৃঃ, ১৫৬ পৃঃ)। ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ শাহ এম-এ, ১৯৫৯ সনের ২২শে জুলাই সংখ্যা 'সমাজে' প্রবোধ কুমার সান্যাল কৃত 'দেবতাত্মা হিমালয়' ২য় খণ্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, যীশু ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করার পর কাশ্মীরে দেহ রক্ষা করেন। প্রবোধ কুমার সান্যাল উত্তর হিমালয় চরিত পুস্তকের ১৮৬ পৃষ্ঠায় যীশুর এই কবরের বর্ণনা দিয়েছেন। বিনোদন পত্রিকায় কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এফ এইচ হাসনাইনের মূল প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃতিসহ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইহা যে যীশুর কবর তা প্রমাণ করা হয়েছে (এপ্রিল, ১৯৭৪ ইং) এই ইসুআসফই ঈসা (আঃ) (তারিখে কাশ্মীর)। Jesus Died in Kashmir পুস্তকে স্পেনীয় পণ্ডিত ফেবার কাইজার এই কবরটি যীশুর বলিয়া প্রমাণ করেছেন। শ্রীনগরের রুশনী পত্রিকার সম্পাদক Christ in Kashmir নামক পুস্তকে বহু পণ্ডিত ও গবেষকের উদ্ধৃতি দিয়া ইহা যে ঈসার (আঃ) কবর তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। ইহা ছাড়া দেখুন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কৃত তবকথামৃতম্, ৪১ পৃঃ পরিবর্তন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০, আনন্দবাজার, ১৯।৮।৮১, The Daily Life (Chittagong) ৩১।৭।৮০। বোম্বের বুদ্ধ সোসাইটির সম্পাদকের বক্তৃতার বিবরণ, নটোভিচ ও রামতীর্থের বক্তৃতার উদ্ধৃতি যাহাতে যীশুর কাশ্মীর আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে তা পাঠ করুন কাশ্মীর ও তিব্বতে পুস্তকের ৮-১১, ১৪৩-১৪৮ ১৮৮-১৯৮ পৃষ্ঠায়। মাইকেল বার্ক Among the Dervishes পুস্তকেও যীশুর এই কবর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বিন্ধ্যাচলের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে 'নাথ নামাবলী' নামক একখানি পুঁথি আছে এতে ঈশাইনাথকে হস্ত পদে কীলক প্রোথিত করে তাঁর স্বদেশবাসী হত্যা করবার চেষ্টা করে এবং শূলে তাঁকে মৃত মনে করে কবর দেয় কিন্তু সেই কবর হতে পলায়ন করে তিনি আর্যভূমিতে চলে আসেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে মঠ স্থাপন করেন। খানইয়ারীতে তাঁর সমাধি বিদ্যমান রয়েছে (প্রবাসী, মাঘ সংখ্যা, ১৩০৩ বাংলা)। কাশ্মীরের ইতিহাস 'তারিখে আযমে' এই কবরটিকে বিদেশ হতে আগত 'ইয়ুআসফ' নবীর কবর বলে উল্লেখ করা হয়েছে (৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। 'Millar Burrows' লিখিত More light on the Dead Sea Scrolls' নামক পুস্তকের ২১০ এবং ২১১ পৃষ্ঠায় 'আসফ' শব্দের অর্থ 'একত্রকারী' বলা হয়েছে (তৎসঙ্গে দেখুন, হিব্রু ইংলিশ অভিধান ইহুদ বিন ইহুদা কৃত ১২৮ পৃঃ) অতএব 'ইয়ুআসফ' বলতে একত্রকারী ইয়ু বা যীশুর কথাই বুঝায়। ভবিষ্য-পুরাণে' যীশু' ও 'ইয়ুআসফ'কে একই ব্যক্তি বলা হয়েছে (Jesus in Rome ও ভবিষ্য-পুরাণ ২৮০ পৃঃ শ্লোক ২১-৩১)। যীশুকে 'আসফ' বা 'একত্রকারী' এই জন্যই বলা হয়েছে যে, তিনি ইস্রায়েলের হারান গোত্রগুলির সন্ধান করে এক পালকের অধীনে একত্র করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন (দেখুন, যোহন, ১০ : ১৬)। ভবিষ্য পুরানের মধ্যে যে সকল শ্লোকে যীশুর নাম লিপিবদ্ধ আছে তন্মধ্য হতে একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। যথা, "ঈশমূর্ত্তির্হ্যদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী। ঈশা-মসিহ ইতিচমম নাম প্রাতষ্ঠিতম।" হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত আরবী গ্রন্থ ইকমালুদ্দীনে লিখিত আছে যে, এই নবী বহুদেশ ভ্রমণ করে কাশ্মীরে আগমন করেছিলেন। কাশ্মীরের নিকটবর্তী কাশগড় হতে ছয় মাইল দূরে যীশুর মাতা মরিয়মের সমাধি বিদ্যমান রয়েছে (Heart of Asia, Page—39)। ক্রুশীয় ঘটনার পর যীশু যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন তা 'Encyclopaedia Britanica' তে প্রকাশিত যীশুর বৃদ্ধকালের চিত্র হতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কাপড়ের উপর অঙ্কিত এই ছবিগুলি রোমের সেন্টপিটার্স গীর্জায় রক্ষিত আছে। ১৮০০ বৎসর যাবৎ খৃষ্টানগণ এগুলিকে পবিত্র আমানত হিসেবে রক্ষা করে আসতেছেন। যীশু যে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন তা Early History of the Christian Church by Duchesne পুস্তকের

১০৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। বিশপ ইরুনিয়স ও তার Reputation of Innovations-এর তৃতীয় অধ্যায়ে যীশুর দীর্ঘ কাল জীবিত থাকার বিষয় স্বীকার করেছেন। লণ্ডনের হীবর্ট জার্ণেলে সৈয়দ আমীর আলী ঈসার (আঃ) কাশ্মীরে আগমন ও তথায় মৃত্যুবরণ করা স্বীকার করেছেন (দেখুন, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৮)।

একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ঃ

খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যীশু ক্রুশীয় ঘটনার পর আকাশে উঠে গিয়েছেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের সপক্ষে আমরা নূতন নিয়ম হতে কোন সমর্থন পাই না। কেননা, যীশু আকাশে উঠে গেলেন এমন কথা কোথায়ও লিখিত নেই। মার্ক, ১৬ : ১৯ পদে আছে যে, 'তিনি উর্ধ্বে স্বর্গে গৃহীত হইলেন'। স্বর্গে গৃহীত হওয়া এবং আকাশে উঠা এই দুই কথার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছ। আমরা উপরে বহু প্রমাণ উপস্থিত করে দেখিয়েছি যে, যীশুর কবর ভূস্বর্গ কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত। অতএব, যীশুর সশরীরে আকাশে উঠার প্রশ্নই আর উঠতে পারে না। এ ছাড়া, যীশু বলেন "আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই ; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন" (যোহন, ৩ : ১৩)। যীশুর বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্বর্গে সশরীরে উঠেন নি। কেননা, যীশু যেহেতু স্বর্গ হতে সশরীরে অবতীর্ণ হন নি সেজন্য তাঁর পক্ষে উঠাও সম্ভবপর নহে। তিনি এ পৃথিবীতে অন্যান্য সকল মানুষের ন্যায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে যদি আত্মিকভাবে স্বর্গে উঠার কথা বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে আপত্তির আর কোন কারণ থাকে না। কেননা, সকল ভাববাদীই আত্মিক দিক দিয়ে স্বর্গ হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং পরিণামেও তাঁরা স্বর্গে গৃহীত হয়ে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে 'বার রাফাহুল্লাহু ইলাইহে বা আল্লাহ্ উর্ধ্বারোহণ করিয়েছেন নিজের দিকে' বাক্যেও আত্মিকভাবে উর্ধ্বে বা স্বর্গে গৃহীত হওয়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

একটি তথ্য ঃ

বাইবেলের নূতন নিয়মের চারিটি পুস্তকের মধ্যে মার্ক লিখিত পুস্তকটি সব চেয়ে প্রাচীন বলে কথিত। এর মধ্যে ষোলটি অধ্যায় রয়েছে। ইহা সর্ব প্রথম খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে পিতরের শিষ্য মার্ক কর্তৃক রোম অথবা আলেকজান্দ্রীয়ায় গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়। এর শেষ অধ্যায়ের আটটি পদে যীশুর ক্রুশ হতে মুক্তি লাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরষ্টন নামক জনৈক খৃষ্টান পণ্ডিত এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে আরো বারটি পদ (৯ থেকে ২০) যুক্ত করে তাতে যীশুর আকাশে গমন এবং

ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন গ্রহণের বিষয় বর্ণনা করেন। (কনসাইজ বাইবেল কমেন্টারী, লুথার ক্লার্ককৃত, ২৭৬ পৃঃ) পরবর্তীকালে এই নয় থেকে বিশ নম্বর পদসহ নূতন নিয়ম সংকলিত ও অনূদিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়। ইদানিং মার্কের লিখিত সুমাচারের শেষ অংশে নয় থেকে বিশ নম্বর পদ সম্বন্ধে নূতন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এগুলি জাল বলে প্রমাণিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে। আমেরিকা হতে প্রকাশিত Revised Standard Version এ নয় হতে বিশ নম্বর পদ অর্থাৎ যাতে যীশুর সশরীরে আকাশে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে তা বাদ দেয়া হয়েছে। অনুমান করা হয় মাত্র আটটি দ্বারা কোন অধ্যায় হতে পারে না তাই এটিকে অসম্পূর্ণ মনে করে আরষ্টন নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী বারটি পদ যুক্ত করে দেন। প্রকৃতপক্ষে মার্কের শেষ অধ্যায়টি যে অসম্পূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূল পুস্তক হতে শেষ পৃষ্ঠাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যাওয়াতেই এহেন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইদানিং নূতন নিয়মের একটি পুরাতন পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতগণ ইহাকে মার্কের শেষ (ষোল) অধ্যায়ের শেষাংশ বলে মনে করেন। এতে লিখা আছে, "অতঃপর এই ঘটনার পর যীশু স্বয়ং পূর্ব দিক হইতে আত্ম প্রকাশ করিলেন এবং ইহার দ্বারা তিনি পশ্চিম পর্যন্ত অনন্ত জীবনের পবিত্র বাণী ঘোষণা করিলেন আমেন।" (Canon and Text of the New Testament, P. 512)।

যুগ-খলীফার বাণী

"আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলছি যে, দুনিয়া উলটে পালটে যেতে পারে, যমীন ও আসমান টলে যেতে পারে; কিন্তু খোদাতালার নিয়তি ও তকদীর টলবে না। আবুলাহাবী আগুন অবশ্যই মুস্তাফা (সাঃ)-এর জ্যোতির নিকট পরাস্ত হবে। দুনিয়ার কোন শক্তি, কোন পাথর, কোন পাহাড় বক্ষের ওপরে পড়ে বেলালী ধ্বনিকে নিস্তেজ করতে পারে না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সত্যতার প্রকাশ থেকে আমাদেরকে কোন দুঃখ, কোন শোক বা কোন কষ্ট বাঁধা দিয়ে রাখতে পারে না। এ ধর্ম বিজয়ী থাকার জন্যে, পরাজিত হওয়ার জন্যে আসে নি।"

(হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে': ১৯৮২ সনের সালানা জলসার উদ্বোধনী ভাষণ থেকে)

সম্পাদকীয়ঃ

আবার ডিসেম্বর এল

গত বৎসর ২৪শে ডিসেম্বর মানিক মিয়া এভিনিউতে 'তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত' এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের বাংলাদেশ শাখার প্রধান খতীব ওবায়দুল হক সাহেব পাকিস্তান সফর করে সেখানকার সাহায্য সমর্থন নিয়ে এই সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সংগঠনের প্রধান দলবলসহ পাকিস্তান থেকে এসে এই সম্মেলনে 'বড় মেহমান' রূপে আসন গ্রহণ করেন। এবারও ২৯শে ডিসেম্বর মানিক মিয়া এভিনিউতে উক্ত সংগঠনটি 'মহাসম্মেলন' আহ্বান করেছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তান থেকে মৌলবীরা এসে প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন (ইনকিলাব, ৩/১২/৯৪)।

প্রশ্ন হল, পাকিস্তান ভিত্তিক এই তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত সংগঠনটি (যার প্রধান কেন্দ্র মুলতানের হুজুরীবাগে) তাদের মহাসম্মেলনের জন্য এই ডিসেম্বর মাসকে বেছে নিল কেন? ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। এই মাসে পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের কাছে পরাজয় বরণ করে। মুক্ত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

এর উত্তর হয়ত এই যে, বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তান বানাতে হলে বাংলাদেশে পাকিস্তানী আইন চালু করতে হবে। আর ১৬ ডিসেম্বরের পরাজয়ের গ্লানি মুছতে হলে এই ডিসেম্বরেই পাকিস্তানী মৌলবীদেরকে নিয়ে করতে হবে সভা-সমিতি। খতীব ওবায়দুল হক সাহেবের মতে কতিপয় শিক্ষিত বিশ্বাস ঘাতক (গাদ্দার) পাকিস্তান ভেঙ্গে ছিল, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর এর জন্য উপযুক্ত মাস হল এই বিজয়ের মাস ডিসেম্বর।

আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করে এ কথা বলছি না। আমাদের বক্তব্য যে সঠিক এবং বাস্তব ভিত্তিক তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গত ১৫ ডিসেম্বর সংখ্যা দৈনিক জং (লাহোর থেকে প্রকাশিত) পত্রিকার একটি সংবাদে। বলা হয়েছে, "খতমে নবুওয়ত আন্দোলন সমগ্র পাকিস্তানে ১৬ই ডিসেম্বর 'ঢাকা পরাজয় দিবস' পালন করবে।" ১৬ ডিসেম্বর '৭১ এর পরাজয়ের দুঃখকে স্মরণ করার জন্য ১৬ ডিসেম্বর '৯৪ পালিত হবে সারা পাকিস্তানে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' আর বাংলাদেশে তাহফফুজে খতমে নবুওয়ত পাকিস্তানী আইন চালু করার জন্য ঢাকায় করবে 'মহাসম্মেলন' ২৯ ডিসেম্বর তারিখে।

আহ্‌মদী

31st December, 1994

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দুরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272

Editor : Moqbul Ahmad Khan